গাজায় ইসরায়েলি হামলায় মেয়র নিহত, প্রাণহানি বেড়ে ৩৩২০৭

সারে-জমিন

তৃণমূল ও বিজেপির অফিস থেকে চেয়ার চুরি

রূপসী বাংলা

কীভাবে লোকসভা নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা যায়?

সম্পাদকীয়

পানীয় জলের দাবিতে হিঙ্গলগঞ্জে পথ অবরোধ

সাধারণ

আইএসের হুমকি: চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে কড়া নিরাপত্তা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১০ এপ্রিল, ২০২৪
২৭ চৈত্র ১৪৩০
৩০ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 99 ■ Daily APONZONE ■ 10 April 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দেশজুড়ে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে বৃহস্পতিবার

আপনজন ডেস্ক: দেশের কোথাও শওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার। রাজধানী দিল্লি শাহজাহানি জামিয়া মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আহমদ বুখারি সাওয়াল হিলাল কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘোষণা করেন শওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি এবং কোথাও থেকে চাঁদের নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১১ এপ্রিল দিল্লিতে ঈদ-উল-ফিতর উদযাপিত হবে।

উল্লেখ্য, জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় রুয়াত হালাল কমিটিতে চাঁদ দেখা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরপর কমিটির পক্ষ থেকে সকল সদস্য বৈঠক করেন এবং তারপর কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত জামে মসজিদের শাহী ইমাম ঘোষণা করেন। শাহী ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি ঘোষণা করেন, কেন্দ্রীয় রওত হিলাল কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে দিল্লি সহ দেশের সমস্ত রাজ্যে ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ঈদ উদযাপিত হবে।

অন্যদিকে, কলকাতার মসজিদে নাখোদা মারকাজি রুহিয়াত এ হিলাল কমিটির আহ্বায়ক নাসের ইব্রাহিম এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, শওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার।

উল্লেখ্য, সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব দেশে ঈদুল ফিতর পালিত হচ্ছে আজ।

ওএমআর শিট না পেলে বাতিল হতে পারে ২০১৪-র টেট

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলা এবার নতুন দিকে মোড় নিতে চলেছে। কলকাতার হাইকোর্ট প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্তভার দেওয়া সিবিআইকে ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণদের অরিজিনাল এমআরশিট খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এতদিন পরও সেই ওএমআর শিটের স্ক্যান কপির হদিশ পায়নি সিবিআই। তাই কলকাতা হাইকোর্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছে ওএমআর শিটের আসল কপির স্ক্যান পাওয়া না গেলে ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ প্যানেল বাতিল করা হবে।

মঙ্গরবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় কারচুপির অভিযোগ তুলে রাহুল চক্রবর্তী সহ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় হাইকোর্ট সিবিআইকে আসল ওএমআর শিটের স্ক্যান কপি খোঁজার কথা বলেছিল।

এই মামলা প্রথমে ছিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তিনি সরে দাঁড়ানোয় তা প্রধান বিচারপতির কাছে আসে।

এদিন সিবিআই জানায়, তারা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে ৩০৪ জনের বেআইনি নিয়োগের তথ্য পেয়েছে। তার চার্জশিটও দিয়েছে। তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, ওএমআর শিটের ডিজিটাল কপি সহজে নষ্ট হয় না। তা সেগুলি বের করতেই হবে।

রাতভর দিল্লির মন্দির মার্গ থানায় বিক্ষোভ তৃণমূল নেতাদের

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচন কমিশনের অফিসের বাইরে ধর্না দেওয়ার সময় তাদের আটক করার ঘটনার একদিন পরে বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লির মন্দির মার্গ থানায় তাদের ২৪ ঘন্টা বিক্ষোভ শেষ করেছেন। রাতভর প্রতিবাদী তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে থেকে তাদের প্রতি সমর্থন জানান আম আদমি পার্টির সৌরভ ভরদ্বাজ এবং দিলীপ পাণ্ডে।

তৃণমূল নেতারা সোমবার নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সাথে বৈঠক করেন এবং নির্বাচন কমিশনকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই), জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) এবং আয়কর (আইটি) বিভাগের প্রধানদের পরিবর্তন করার দাবি জানান।

পরে ডেরেক ও'ব্রায়েন, মহম্মদ নাদিমুল হক, দোলা সেন, সাকেত গোখলে, সাগরিকা ঘোষ, বিধায়ক বিবেক গুপ্তা, প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ, শান্তনু সেন, আবির রঞ্জন বিশ্বাস এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি সুদীপ রাহা ২৪ ঘন্টার ধর্নায় বসার কথা ঘোষণা করেন।

প্রতিনিধি দলটি কমিশনকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী দল ও নেতাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির "অপব্যবহার" বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

পুলিশ নেতাদের ছত্রভঙ্গ করতে বললেও তারা বিক্ষোভ অব্যাহত রাখায় নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের জোর করে বের করে দিয়ে আটক করে। তাদের একটি বাসে উঠতে বাধ্য করা হয়েছিল, যা নিয়ে

ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেছিলেন, প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে বাসে করে ঘোরানোর পর মন্দির মার্গ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছি। সেখানে, তারা তাদের প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, সোমবার রাতে তৃণমূল নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও তারা রাতভর থানায় অবস্থান করে ধর্না অব্যাহত রেখেছেন। মঙ্গলবার তারা আবার থানায় এসেছেন। তারপরও তাদের যেতে দেওয়া হলেও তারা যাননি। তৃণমূলের সব নেতাই থানা চত্বরে বসেছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাওয়া নাদিমুল হক ও সগারিকা ঘোষকে আর ঢুকতে দেওয়া হয়নি থানা চত্বরে। থানা চত্বরের বাইরে ধর্নায় বসেছিলেন তাঁরা। নাদিমুল হক বলেন, আমি সারা রাত এখানে ছিলাম এবং সকালে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম। এখন আমাদের থানায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ তৃণমূল নেতারা বিক্ষোভ শেষ করে থানা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে তাদের 'শাখা অফিস' করার অভিযোগ তুলে স্লোগান দিতে থাকেন।

প্রতিবাদ শেষ হওয়ার পরে দোলা সেন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরা চাই নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে এবং এসব সংস্থার প্রধান পরিবর্তন করুক। আমরা ২৪ ঘন্টা ধর্নায় বসেছিলাম। সূর্যাস্তের পর মহিলা সাংসদদের আটক করা হয়। আমাদের জানানো হয়নি কী অভিযোগ এবং মধ্যরাতের পরেই তাঁরা বলেন যে আমরা যেতে পারি।

মঙ্গলবার সকালে 'এক্স'-এ একটি পোস্টে গোখলে বলেন, আমরা ১০ জন সাংসদ এবং তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ গতকাল সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনের বাইরে ২৪ ঘন্টার শান্তিপূর্ণ ধর্না শুরু করেছি...। দিল্লি পুলিশ আমাদের মারধর করে, আটক করে, দিল্লি ঘুরিয়ে নিয়ে যায় এবং অবশেষে মন্দির মার্গ থানায় ফেলে দেয়। তিনি বলেন, আমরা আগেই বলেছি আমাদের প্রতিবাদ ২৪ ঘন্টার। আমরা সবাই মন্দির মার্গ থানায় রয়েছি, যেখানে আমাদের আটকে রাখা হয়েছিল, নীরবে প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে, পুলিশি পদক্ষেপের নিন্দা করেছেন আপ নেতারাও।

আখুন্দজি মসজিদে ঈদের নামাজে অনুমতি নয়: দিল্লি হাইকোর্ট

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির মেহরৌলি এলাকায় দিল্লি পুর নিগমের দ্বারা ভেঙে ফেলা 'আখুন্দজি মসজিদ' চত্বরে রমজান মাসে ও ঈদে নামাজ পড়ার অনুমতি দিল না দিল্লি হাইকোর্ট।

রমজান মাসে তারাবিহর নামাজ ও ঈদের নামাজে মসজিদে মেসল্লিদের প্রবেশাধিকারের আবেদন খারিজ করে দেওয়া একক বিচারপতির আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মাদ্রাসা বেহরুল উলুম ও কবরস্থানের মুনতাজমিয়া কমিটির করা আবেদন আগামী ৭ মে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে তালিকাভুক্ত করার কথা জানিয়েছে দিল্লির হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মনমোহনের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে।

আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে একক বিচারক শব-ই-বরাত উপলক্ষে প্রার্থনার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে অন্য একটি আদেশের ভিত্তিতে এই আদেশ দিয়েছেন এবং এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে আর্জি করা হয়েছে তার শুনানিন হবে মে মাসে।

মুনতাজমিয়া কমিটির আইনজীবী আদালতকে আর্জি জানিয়ে বলেন, এত দেরিতে শুনানি হলে রমজান এবং ঈদের সময়কাল ততদিনে শেষ হয়ে যাবে। এ নিয়ে বিচারপতি মনমীত পিএস অরোরাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ বলেছে, এই পর্যায়ে এই বিষয়ে কোনও অন্তর্বর্তী আদেশ দেওয়া যায় না, বিশেষত যখন একক বিচারপতি প্রায় এক মাস আগে ১১ মার্চ নামাজে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। সেই মামলার সঙ্গে এই আপিলও শুনতে হবে।

তাই আগামী ৭ মে ওই আবেদনের সঙ্গে এই আবেদনের শুনানি হবে। কোনও অন্তর্বর্তী আদেশ হতে পারে না।

আপিলকারীর আইনজীবী বলেন, কমিটি কোনও 'ব্যাক-ডোর এন্ট্রি' পাওয়ার চেষ্টা করছে না। বাবরি মসজিদ মামলা এবং জ্ঞানবাপী মামলার উদাহরণ দিয়ে তিনি আরও বলেন, সাংবিধানিক আদালত এর আগে ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করেছে এবং মন্দির সম্পর্কিত আইনি বিরোধ মুলতুবি রেখে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছে। আর এক ঘণ্টা ঈদের নামাজ পড়ার অনুমতি পেলে আকাশ ভেঙে পড়বে না। এর অনুমতি মিললে দেশের জনগণের কাছে বিশেষ করে মুসলিমদের কাছে একটি বার্তা যাবে যে, আদালত মুসলিমদের অধিকার রক্ষায় সমান উদ্যোগী।

১১ মার্চ একক বিচারপতি রমজান মাসে 'আখুন্দজি মসজিদে' প্রার্থনার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

১১ মার্চ সূর্যাস্ত থেকে ঈদুল ফিতর পর্যন্ত রমজান শরিফ মাসে যারা তারাবিহ নামাজ আদায় করতে চেয়েছিলেন তাদের মসজিদ আখুন্দজির স্থানে নির্বিঘ্নে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য একক বিচারপতির বেঞ্চের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন আপিলকারী।

হাইকোর্ট এর আগে শব-ই-বরাত উপলক্ষে ভক্তদের প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিল। একক বিচারপতি সেসময় বলেছিলেন, জমিটি এখন ডিডিএর দখলে রয়েছে এবং এটি ইতিমধ্যে ধ্বংসের বৈধতার বিষয়টি মোকাবেলা করার সময় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য একটি আদেশ জারি রয়েছে।

উল্লেখ্য, ৬০০ বছরের পুরনো 'আখুন্দজি মসজিদ' এবং সেখানকার বেহরুল উলুম মাদ্রাসাকে দিল্লি পুর নিগম অবৈধ স্থাপনা হিসেবে ঘোষণা করে। এর পরে ডিডিএ পদক্ষেপ নেয়। ৩০ জানুয়ারি মসজিদটি ধ্বংস করে দেয়।

এর পরে, মুসলিম পক্ষ ডিডিএর পদক্ষেপের প্রতিবাদে হাইকোর্টে আবেদন করে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মসজিদটি শতাব্দীর পুরনো এবং সেখানে বহু বছর ধরে নামাজ পড়া হয়। সেখানে একটি কবরস্থানও ছিল যা স্থানীয় লোকেরা ব্যবহার করত।

আমেরিকায় হায়দরাবাদের শিক্ষার্থীর দেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: হায়দরাবাদের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আবদুল আরাফাত ২০২৩ সালে ক্লিভল্যান্ড স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে আজ মঙ্গলবার সকালে নিউইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এর আগে দূতাবাস বলেছিল, তারা আবদুলের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে এবং তাঁকে খুঁজতে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করছে। দূতাবাসের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়েছে, 'মোহাম্মদ আবদুল আরাফাতকে খুঁজতে অভিযান চলছিল। তাঁকে ওহাইওর ক্লিভল্যান্ডে মৃত অবস্থায় পাওয়ার কথা জানতে পেরে আমরা ব্যথিত। মোহাম্মদ আরাফাতের পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা তার মৃতদেহ ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা করছি।'

জানা গেছে, আবদুলের বাবার কাছে মুক্তিপণ চেয়ে একটি ফোনকল এসেছিল। আবদুলকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে ১ হাজার ২০০ ডলার মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা রামদেবের

আপনজন ডেস্ক: যোগগুরু রামদেব এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আচার্য বালকৃষ্ণ সুপ্রিম কোর্টের কাছে সশরীরে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন। শীর্ষ আদালতে দাখিল করা দুটি পৃথক হলফনামায়, রামদেব এবং বালকৃষ্ণ শীর্ষ আদালতের ২১ নভেম্বর ২০২৩ আদেশে রেকর্ড করা "বিবৃতি লঙ্ঘনের" জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন।

২১ নভেম্বর ২০২৩ এর আদেশে, শীর্ষ আদালত উল্লেখ করেছিল যে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী আশ্বাস দিয়েছিলেন, এখন থেকে কোনও আইন (গুলি) লঙ্ঘন করা হবে না। কিন্তু তা পালন না করায় শীর্ষ আদালত ক্ষুব্ধ হয়ে কেন অবমাননার কার্যক্রম শুরু করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ জারি করেছিল।

শীর্ষ আদালতে দাখিল করা হলফনামায় রামদেব বলেছেন, ২১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের আদেশে পতঞ্জলি আইনজীবীর বিবৃতির পরে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তার বিষয়ে আমি নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছি। আমি এই ত্রুটির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমি আদালতকে আশ্বস্ত করতে চাই যে এর পুনরাবৃত্তি হবে না।

প্রথম নজর

নলহাটির তরুণ ডাক্তার আব্দুল করিম ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেন

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: তরুন চিকিৎসক দলে যোগ দিতেই শুরু হল রাজনৈতিক জল্পনা। লোকসভা নির্বাচনের আগেই নেসারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করলেন তরুণ চিকিৎসক আব্দুল করিম। মঙ্গলবার নলহাটির ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে কয়থা গ্রামের ভূমিপুত্র চিকিৎসক আব্দুল করিম সমর্থকদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানিয়ে বরণ করেন রাজ্য নেতৃত্ব নরেন চট্টোপাধ্যায় সহ স্থানীয় জেলা নেতৃত্বরা। তিনি দলে যোগ দিতেই তাকে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করার দাবি ওঠে। দলীয় সূত্রে খবর জেলা নেতৃত্বের তরফে তাকে প্রার্থী করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে চিঠি পাঠান হয়েছে। ঈদের পরেই সেই নাম ঘোষণা হওয়ার সম্ভবণা। কারণ আব্দুল করিম পেশায় চিকিৎসক হলেও তিনি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজ সেবক হিসেবে নিজের পরিচিতি অর্জন করেছেন। বর্তমানে বিহারের পূর্ণিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালের সুপার পদে কর্মরত। কিন্তু সেখান থেকে সময় বাঁচিয়ে তিনি জন্মভিটের টানে বীরভূমে ছুটে আসেন। ইতিমধ্যে এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে প্রায় তিনশোর কাছাকাছি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। সমাজে এমন কাজের অবদান রাখার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তিনি পুরস্কৃতও হয়েছেন। সেই সুবাদে বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে পরিচিত মুখ হয়েছেন আব্দুল করিম। ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়ে তাই তিনি জানান, হারা জেতাটা বিষয় নয়। আমি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। একজন জনসেবক হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। ফলে জেলা জুড়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। কারণ বেশ কয়েকদিন আগে এই চিকিৎসক আব্দুল করিমকে প্রার্থী চেয়ে তার অনুগামীরা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় পোষ্টার ছড়িয়ে প্রচারের ঝড় তুলেছিলেন। সেই পোস্টারে আব্দুল করিমের অনুগামীরা লেখে, জনদরদি সবার সাথে সবার পাশে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আব্দুল করিম সাহেবকে অনুপ্রাণিত করুন। কিন্তু বীরভূম জেলার দুটি কেন্দ্রে বাম কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা হয়। যার ফলে বোলপুর কেন্দ্রের শ্যামলী প্রধানকে প্রার্থী করে বামেরা, বীরভূমে মিল্টন রশিদের নাম প্রকাশ করে কংগ্রেস।

তৃণমূল ও বিজেপির অফিস থেকে চেয়ার চুরি নিয়ে চাঞ্চল্য

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে দরজায়। কুর্সি দখলের লড়াইয়ের ময়দানে যুযুধান প্রার্থীরা। লড়াইয়ে কে এগিয়ে কে পিছিয়ে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। আর এর মাঝে একই দিনে একাধিক দলের কার্যালয়ে হানা দিয়ে কুর্সি নিয়েই চম্পট দিল চোর। লোকসভা নির্বাচনের মুখে বাঁকুড়া শহরের জনবহুল এলাকায় থাকা তৃণমূল ও বিজেপির কার্যালয়ে চেয়ার চুরির এমন ঘটনায় হতবাক দুই দলের কর্মীরাই। সাধারণ মানুষ অবশ্য এমন কান্ডের চর্চায় মজে তারিফ করছেন চোরের রসবোধকেই। বাঁকুড়া শহরের রথতলা এলাকায় রয়েছে বিজেপির ৮, ৯ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কার্যালয়। ভোটের মুখে সেই কার্যালয়ে প্রায় সারাক্ষণ দলের কর্মীদের আনাগোনা রয়েছে। বিজেপির দাবী গতকাল দুপুরের দিকে যখন কর্মীরা বাড়িতে খেতে গিয়েছিলেন সেই সময় সেখানেই হানা দেয় চোর। জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্যেই দলীয় কার্যালয় থেকে বেশ কয়েকটি প্লাস্টিকের চেয়ার ও টেবিল রিক্সায় চাপিয়ে চম্পট দেয় চোর। এলাকার মানুষের চোখে ধুলো দিতে রিক্সায় তোলা হয় ওই দলীয় কার্যালয়ে রাখা বেশ কিছু দলীয় পতাকাও। স্থানীয় একটি দোকানের সিসি ক্যামেরায় রিক্সায় চাপিয়ে চোরের চেয়ার নিয়ে যাওয়ার ছবি ধরাও পড়ে। তবে শুধুমাত্র বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে চেয়ার চুরি গেছে তেমনটা নয়। চেয়ার চুরি গেছে বাঁকুড়ার রামপুরে থাকা তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয়েও। রামপুর এলাকায় থাকা ৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কার্যালয় থেকে ওই চেয়ারগুলি চুরি যায়। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার ভ্রমর চৌধুরীর দাবী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাইপুরের সভায় যাওয়ার জন্য যখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন তখন সিভিক কর্মীর পোষাক পরে এক ব্যক্তি এসে দলীয় কার্যালয়ের চাবি চায়। সিভিকের পোষাক পরা ওই ব্যাক্তি দলীয় কার্যালয়ে ফ্লেক্স রাখার কথা বলে। কিছু ভাবনা চিন্তা না করে তাঁকে কার্যালয়ের চাবি দিয়ে দিলে সিভিকের পোষাক পরা ওই কর্মী দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে বেশ কয়েকটি চেয়ার ও টেবিল চুরি করে নিয়ে যায়। দিনে দুপুরে দলীয় কার্যালয়ে এমন চুরির ঘটনায় ওই কাউন্সিলারও বাঁকুড়া সদর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

স্কুলে স্কুলে ভয় দেখানোর জন্যই বিস্ফোরণের ই-মেইল: পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ভয় দেখানো ই - মেলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে কলকাতা শহরের স্কুলে স্কুলে। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে মঙ্গলবার একটি বিবৃতি দিয়ে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করা হল স্কুল কর্তৃপক্ষ, পড়ুয়া ও অভিভাবকদের। কলকাতা পুলিশের তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, শহরের কিছু স্কুলে বোমা রাখা আছে বলে ই - মেইল এসেছে। কলকাতা পুলিশের নজরে আসে বিষয়টি। তবে এই ই - মেলটি শুধুমাত্র ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই। এগুলো বিশ্বাস করার মতো কিছু নয়। অতীতে, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাইয়ের মতো শহরের স্কুলগুলিতে অনুরূপ মেল পাঠানো হয়েছিল। এ ধরনের প্রতারণার ঘটনায় ই-মেইল প্রেরকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরুকরেছে কলকাতা

Kolkata Police
3h

হাক্স থ্রেট মেইল

শহরের কয়েকটি স্কুল কর্তৃক বোমা উপস্থিতির হুমকিমূলক একটি ইমেল আমাদের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। আমরা আপনাকে নিশ্চিত করতে চাই যে এই ইমেইলটি একটি গুজব এবং কোন স্কুলের জন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য হুমকি নেই। অতীতেও ব্যাঙ্গালুরু এবং চেন্নাইয়ের মতো শহরগুলির স্কুলগুলিতে একই রকম মেইল পাঠানো হত।

এই ধরনের কৌতুক মেল প্রেরকের বিরুদ্ধে মামলা শুরু এবং তদন্ত শুরু।

আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরনের বার্তা পাওয়া কষ্টদায়ক হতে পারে, কিন্তু দয়া করে শান্ত থাকুন এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন।

এরই মধ্যে সবাইকে গুজব ছড়ানো বা ভীত হওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। স্কুলের যেকোনো সাহায্যের জন্য আমরাও যোগাযোগ করছি।

Rate this translation

পুলিশ। পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে, 'আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরনের বার্তা প্রাপ্ত করা বিরক্তিকর হতে পারে। কিন্তু দয়া করে শান্ত থাকুন এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্ত থাকুন। এরই মধ্যে আমরা সবাইকে গুজব ছড়ানো বা আতঙ্কিত হওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। স্কুলের যে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।'ফেসবুকের মাধ্যমে এই বার্তা মঙ্গলবার ছড়িয়ে দেওয়া হয় কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সর্বত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কোনো কোন স্কুলে ই-মেইলে হুমকি বার্তা নাকি লিখছেন লস্করি তইবার জঙ্গিরা। আবার মধ্যরাতে ই-মেল পাঠাচ্ছে । রবিবার মধ্যরাতে কলকাতা শহরের ২০০ স্কুলে ই-মেল আইডি তে মেল আসে। তাতে বলা হয় টাইমার সেট করে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি স্কুলের ক্লাস রুমগুলিতে বা স্কুল প্রাঙ্গণে। স্কুলের ছাত্ররা যখন আসবে এবং প্রার্থনার জন্য এক জায়গায় জড়ো হবে কিংবা। টিফিন টাইমে খেলাধুলা করবে সেই সময় বিস্ফোরণ ঘটবে। ই- মেলে আরো জানানো হয়, উদ্দেশ্য হল যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মানুষকে রক্ত স্নান করানো যায়। ওই পাতায় জঙ্গি দই চিং ও ডলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ই - মেলকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

শান্তি বৈঠক নওদা থানায়

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: ঈদ উল্ ফিতর উপলক্ষে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শান্তি বৈঠক নওদায়। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের নওদা থানা প্রাঙ্গনে এলকার ইমাম মোয়াজ্জিনদের নিয়ে বৈঠক করা হয় ঈদ উৎসবে কোন রকম অশান্তির বাতাবরণ যেন না ছড়ায় এই নিয়ে আলোচনা হয়। নওদা থানার ওসি শুভাশিস ঘোষাল শান্তি বৈঠকে সকলের উদ্দেশ্যে জানান প্রশাসন সর্বদায় সাথে আছে এবং প্রশাসনকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন ইমাম মুয়াজ্জিনরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন নওদা থানার ওসি শুভাশিস ঘোষাল সহ ইমাম মোয়াজ্জিনরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঈদের পসরা নবাবপুরে

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: হুগলি চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নবাবপুর মুন্সির পোল সংলগ্ন এলাকায় প্রতি সোমবার সাধারণ মানুষের কেনাকাটার আয়ত্তে ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের স্বল্প মূল্যে কেনাকাটার এক সুবর্ণ সুযোগ দোকানদাররা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে বাচ্চা থেকে বড়দের পোশাক বিক্রি করছেন। প্রসঙ্গত জামা কাপড় নয় চপ্পল এছাড়াও অন্যান্য সামগ্রী ও পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন ঈদ উপলক্ষে প্রতি সোমবার এই হাট বসে।

খোদারবাজারে 'মসজিদুল নববি'র মডেল তুলে ধরে সম্প্রীতির বার্তা

জাহেদ মিস্ত্রী ও সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: বর্তমান সময় মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ প্রকটতর। মানুষের মধ্যে মিল মহব্বত ফিরিয়ে আনে খুশির ঈদ। খুশির ঈদে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার জন্য উত্তর খোদার বাজার যুব সংঘের পক্ষ থেকে প্রতিবছর আর পাঁচটি উৎসবের মতো বিভিন্ন রকম থিমের আয়োজন করে থাকে। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বারুইপুর উত্তর খোদার বাজার যুব সংঘের পরিচালনায় ২০২৪ এর ৪৫ তম ভাবনা মসজিদুল নববী ও রিয়াজুল জান্নাত ইসলাম ধর্মের মুসলিম ধর্মালম্বীর কাছে দ্বিতীয় কিবলা অর্থাৎ মদিনা শরীফ। মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন বারুইপুরের পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ, জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারুইপুর পৌরসভার উপপৌরপ্রধান গৌতম কুমার দাস সহ একাধিক কাউন্সিলর। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংবর্ধিত হন ভারতের জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবি এবং ফুরফুরা দরবার শরীফের পীরজাদা আলহাজ্ব মাসুম বাখতিয়ারী আল জালালী, বারুইপুর কাছারি মসজিদের ইমাম আলহাজ্ব আহমদ আলি, হাজী সাইদুর রহমান, অঞ্চল সভাপতি সুশান্ত মন্ডল, বারুইপুর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. শাহজাদা প্রমুখ। সংঘের সভাপতি সালমান মোল্লা, সম্পাদক মুজিবর মন্ডল এবং প্রধান উপদেষ্টা সাদিক ইসলাম বলেন, সব মানুষের ক্ষমতা নেই মদিনা শরীফে যাওয়ার, যারা যেতে পারেন না তারা ভাবেন কি আছে তার মধ্যে, অনেক মানুষের ইচ্ছা এবং আশা থাকলেও সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে না, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সেই সব অগণিত মানুষের কথা মাথায় রেখেই 'মদিনা শরীফের মসজিদুল নববী'-এর আদলে তৈরি করা হয়েছে এই মন্ডপ. মন্ডপের মধ্যে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে সেখানকার সমস্ত জিনিস তুলে ধরা হয়েছে যাতে সমস্ত ধর্মের মানুষ এখানে এসে দেখে নিজেদের আত্ম সন্তুষ্টি করতে পারেন।

যাদবপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, আল্লাহ চেয়েছেন আমি এখানে আসি তাই আসতে পেরেছি, এখানে এসে মসজিদের আদলে এই মন্ডপ দেখে আমি বিস্মিত। এই মিলন উৎসবে এসে তিনি নিজের জন্য ভোটের বাক্সের আশীর্বাদ চাইতে কুণ্ঠবোধ করেন নি।

বাম-কংগ্রেস জোটে জট বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ হয়ে বিরোধী পক্ষের সাথে লড়াই করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ।কখনো কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে জোট তো কখনো রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে জোট। এনিয়ে দীর্ঘদিন আলাপ আলোচনা তথা বারবার বৈঠকে মিলিত হয়।তথাপি আসন বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত জোটের শরিকদের মধ্যে শুরু হয় মনোমালিন্য। সেরূপ বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ প্রার্থী হয়। যদিও জোটগত ভাবে নাম ঘোষনার আগের কংগ্রেস কর্মীরা মিলটন রসিদের নামে দেওয়াল লেখে।

এ নিয়ে জোটের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। পরবর্তীতে মিলটন রশিদকে সমর্থন করে সিপিআইএম। অন্যদিকে তখন জেলা কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতৃত্ব মিলটন রসিদের বিরুদ্ধে বৈঠকে মিলিত হয়ে তার ভোটের প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই প্রেক্ষিতে ছয়জন জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বকে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার ঘোষণা করেন। আজ মঙ্গলবার বাম শরীক ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে ও কংগ্রেসকে সমর্থন করবে না বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন। আজ নলহাটি ফরোয়ার্ড ব্লকের পার্টি অফিসে একথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের বাংলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়।

পাশাপাশি উক্ত অনুষ্ঠানেই এদিন নলহাটি এলাকার সমাজসেবী চিকিৎসক আব্দুল করিম শতাধিক সমর্থক নিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। ফরোয়ার্ড ব্লক তাকেই সম্ভবত প্রার্থী করতে চলেছে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের জন্য। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব কিন্তু প্রার্থী দেওয়ার কথা স্বীকার করেনি। তবে আকার ইঙ্গিতে প্রার্থী দেওয়ার সম্ভবনার কথা উড়িয়ে দেননি নরেন চ্যাটার্জী।

জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার নিয়ে রুট মার্চ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শিয়রে লোকসভা ভোট , বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। জোর কদমে চলছে ভোট প্রচার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা তৎপর হয়েছেন। এই অবস্থায় পূর্ব বর্ধমানের লোকসভা ভোটকে শান্তিপূর্ণ করতে জেলাশাসক রাধিকা আইয়ার ও পুলিশ সুপার আমন দ্বীপ সিং সেন্ট্রাল ফোর্স এর সঙ্গে নিয়ে ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের নিয়ে রুট মার্চ করেন। বর্ধমান শহর এরিয়ার মধ্যে এই রুট মার্চ টি সংগঠিত হয় । সাধারণ মানুষকে নির্ভয়ে থাকার আহ্বান জানান এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের কথাও শোনেন। এই রুট মার্চ ঘিরে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

হেরোইন পাচারে অভিযুক্ত ধৃত

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হেরোইন ক্রয় ও বিক্রয়ের ঘটনায় যুক্ত থাকা দুই অভিযুক্তকে মঙ্গলবার তোলা হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে। ধৃতদের তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। উল্লেখ্য, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের কুরমাইল এলাকা থেকে হেরোইন বিক্রি ও ক্রয় করার ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুজনকে আটক করে বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ৭৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ। বিক্রেতা ও ক্রেতা দুজনেরই বাড়ি কুরমাইল এলাকায়। বিক্রেতা মহিলা একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বলেই জানা গিয়েছে।

জয়নগর থেকে মৈপীঠ রেলপথের দাবি উঠছে নির্বাচনী প্রচারে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের মৈপীঠ কুলতলি জয়নগর রেলপথের দাবির কথা শুনতে হচ্ছে প্রার্থীদের। আর ভোট প্রচারে বেরিয়ে ভোটারদের দাবির গুরুত্ব মেনে উওর ও দিতে হচ্ছে সব দলের প্রার্থীদের। আর এমনই ছবি উঠে এল সুন্দরবনের কুলতলি মৈপীঠ সহ একাধিক এলাকা থেকে। সুন্দরবনের কুলতলি-মৈপীঠ থেকে জয়নগর আসতে নিত্য দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে। জামতলা থেকে ২৮ কিমি দূরে জয়নগরে এসে ট্রেন ধরতে হয় যাত্রীদের।আর তাই লোকসভা ভোটের প্রচারে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা এলাকায় এলে নতুন রেলপথের দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা দুবারের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, সংসদে এই রেলপথের দাবি অনেকবার জানিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনো গুরুত্ব দেয়নি। সেই কথা প্রচারে মানুষকে জানাচ্ছি। ফের সংসদে যাওয়ার সুযোগ পেলে এই দাবিতে আরও সোচ্চার হবো। এই জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা: অশোক কাণ্ডারী বলেন, সুন্দরবনের মানুষ সঠিক দাবিই জানিয়েছেন। প্রচারে গিয়ে এই দাবির কথা আমাকেও শুনতে হচছে। তৃণমূলের সাংসদ মানুষের দাবিকে দশ বছর ধরে কোনো

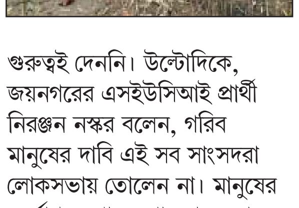

গুরুত্বই দেননি। উল্টোদিকে, জয়নগরের এসইউসিআই প্রার্থী নিরঞ্জন নস্কর বলেন, গরিব মানুষের দাবি এই সব সাংসদরা লোকসভায় তোলেন না। মানুষের দুর্ভোগ যন্ত্রণার কথা লোকসভায় তুলে ধরতে হবে। কুলতলির প্রাণকেন্দ্র জামতলা। এই জামতলা মোড় থেকেই জয়নগরের অটো, বাস, ট্রেকার ও ম্যাজিক গাড়ি ছাড়ে। কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ থেকে জামতলার দূরত্ব ৩৩ কিমি। মৈপীঠের গঙ্গার ঘাট থেকে মাত্র একটি সরকারি বাস কয়েক মাস আগে চালু হয়েছিল যা বর্তমানে আবার বন্ধ হয়ে গেছে।বাসটি কলকাতায় যেতো। তবে সিংহভাগ মানুষই জয়নগর-মজিলপুর স্টেশন থেকে ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে চেপে প্রতিদিন কলকাতায় যান। এই ব্যবস্থার বদল চাইছেন কুলতলি-মৈপীঠের মানুষজন। যে প্রার্থীই গ্রামে প্রচারে আসছেন, তাঁদের কাছেই এই দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। ভোট এসেছে। প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি আসছেন। আর তাঁদের রেলপথের দাবি জানালে আশ্বাস দিয়েই চলে যাচ্ছেন। ভোট আসে ভোট যায়, মানুষের দাবি মেটে না।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু জীবন্তির দুই যুবকের

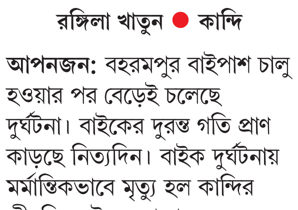

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: বহরমপুর বাইপাশ চালু হওয়ার পর বেড়েই চলেছে দুর্ঘটনা। বাইকের দুরন্ত গতি প্রাণ কাড়ছে নিত্যদিন। বাইক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল কান্দির জীবন্তির দুই তরতাজা যুবকের। উল্লেখ্য ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বহরমপুরের ফতেপুর সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দুই যুবকের।। মৃত যুবকের নাম ইব্রাহিম সেখ (২২) এবং মাক্কারুল সেখ(২১) বাড়ি কান্দি থানার অনর্গত লক্ষীনারায়াণ পুর গ্রামে। মৃত্যুর খবর আসতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার সহ এলাকাজুড়ে।

জানা যায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বহরমপুরের ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় রবিবার রাত্রে আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ সময়ে ফারাক্কা লেনে এক বাইক কে ধাক্কা মেরে চলে যাই অচেনা এক গাড়ি, ছিটকে পড়ে যাই বাইকে থাকা দুজন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ছিটকে পড়ে ছিল বাইকে থাকা দুই যুবকের মধ্যে একজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্য হয়। খবর পেয়ে টোলের এম্বুলেন্স এসে তাদের উদ্ধার করে হসপিটালে নিয়ে যায়।

সাঁওতালি ভাষা ও জীবন নিয়ে আলোচনা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: অতীত এবং বর্তমান বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত মল্লারপুর টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়ে। কলেজের সাঁওতালি বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চিতকরণ কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এবং শ্রী রামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আশ্রম, মল্লারপুর এবং মল্লারপুর নৈসুভার যৌথ সহযোগিতায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের আলোচনা সভায় মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একমাত্র জনজাতি আইনজীবী প্রভাত টুডু। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল সাঁওতাল আদিবাসীদের ব্যবহারিক আইন ও বাস্তবতা প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। আজকের আলোচনায় সূচক ভাষণ প্রদান করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ডঃ সুশিল কুমার হাঁসদা। তিনি সাঁওতাল সংস্কৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। বিশ্বভারতীর সাঁওতালি বিভাগের প্রধান ডঃ দুখিয়া মুর্মু এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁওতালি বিভাগের প্রধান যোগেন্দ্রনাথ মুর্মু প্রধান বক্তা। তাঁরা তাঁদের আলোচনায় সাঁওতাল জনজাতির জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানান দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ধ্রুবনন্দ মহারাজ এবং দেবব্রতা নন্দ মহারাজ। তাঁরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ এর মাধ্যমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মল্লারপুর নৈসুভার সভাপতি সাধন সিংহ। আজকের আলোচনা সভায় রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরের ৮০ জন অধ্যাপক ও গবেষক তাঁদের গবেষণা পত্র পেশ করেন।

নিম্ন মানের রেশন সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগ ডিলারের বিরুদ্ধে, ক্ষোভ

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: নিম্ন মানের রেশন সামগ্রী ও রেশন কম দেওয়ার অভিযোগে রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের মারিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ নিম্ন মানের রেশন সামগ্রী ও রেশন কম দেওয়া হচ্ছে। তাদের অভিযোগ রসাখোয়ার মোহাম্মদ কামরুল ডিলার এর বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে রসাখোয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের মারিয়া গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আকবার আলীর অভিযোগ- দুয়ারে সরকার শুরু হওয়ার পর থেকে চাল, আটা সহ যেসব খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয় তা পরিমানে কম পাঠানো হচ্ছে ডিলারের তরফ

থেকে। গুনমানও নিম্ন তার। প্রতিবাদ করতে গেলে সাধারণ মানুষকে ধমকানো হচ্ছে রীতিমতো। ডিলারের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে ধমকিয়ে বলা হচ্ছে, দ্বিতীয়বার সামগ্রী আরো নিম্নমানের হতে পারে বলছেন। পারলে নিক নয়তো না নিক। রেশন ডিলারের মুন্সি মুশতাক আলাম পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, সরকারের তরফ থেকে যেমন সামগ্রী আসছে তেমনি দেওয়া হচ্ছে। সেটি যদি খারাপ হয় তাহলে তাদের কিছু করণীয় নেই।

প্রথম নজর

কাবা শরিফে মুসল্লির আত্মহত্যার চেষ্টা

আপনজন ডেস্ক: মুসলিমদের পবিত্র স্থান মক্কার কাবা চত্বরেই আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন এক মুসল্লি। পরবর্তীতে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) কাবার মসজিদের ওপরতলা থেকে এক ব্যক্তি লাফ দেন।

মক্কার আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কাবার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা বাহিনী এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে। তবে পবিত্র এ মসজিদে আত্মহত্যার চেষ্টা চালানো ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করেনি তারা।

মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্সে (সাবেক টুইটার) মক্কা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, "প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।" তবে তারাও এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানায়নি বলে জানিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস।

২০১৭ সালে সৌদি আরবের এক বাসিন্দা কাবা চত্বরে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাকে আটকে দেন।

২০১৮ সালে পবিত্র কাবা শরীফে তিনটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। ঐ বছরের জুনে কাবা মসজিদের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে এক ফরাসি নাগরিক আত্মহত্যা করেন। এর এক সপ্তাহ পর ঠিক একইভাবে এক বাংলাদেশিও আত্মহত্যা করেন। এরপর আগস্টে এক সৌদির বাসিন্দা মসজিদ থেকে লাফ দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেন।

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৬ মাত্রার ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে ৬ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। তবে ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার গ্রিনিচ মান সময় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে এ কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানিয়েছে। ভূমিকম্পটি উত্তর মালুকু প্রদেশের হালমাহেরা দ্বীপে আঘাত হানে। ভূপৃষ্ঠ থেকে এর গভীরতা ছিল প্রায় ৩৫ কিলোমিটার।

ভূমিকম্পের পর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়া কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি।

এক বিবৃতিতে বিএমকেজি বলেছে, সুনামির কোনো আশঙ্কা না থাকলেও সাগর তীরবর্তী এলাকাগুলো থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

পৃথক এক বিবৃতিতে মার্কিন ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা এসজিএস জানিয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার উত্তর মালুকু প্রদেশের হালমাহেরা দ্বীপের ৩৫ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের 'আগ্নেয় মেখলা' (রিং অব ফায়ার) অংশের ওপর অবস্থান হওয়ার কারণে ইন্দোনেশিয়ায়, ফিলিপাইন ও জাপানে ভূমিকম্প প্রায় নিয়মিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে ৬ দশমিক ২ মাত্রার এক ভূমিকম্পে ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়াসি দ্বীপে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছিলেন। তার আগে ২০১৮ সালে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার এক ভূমিকম্প এবং সুনামিতে সুলাওয়াসি দ্বীপে নিহত হয়েছিলেন ২ হাজার ২০০ জন। ইন্দোনেশিয়ায় স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পটি হয়েছিল ২০০৪ সালে। ওই বছর ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে ইন্দোনেশিয়ায় নিহত হয়েছিলেন ১ লাখ ৭০ হাজার মানুষ।

আরব আমিরাতে দিনের বেলায় ঈদের চাঁদ

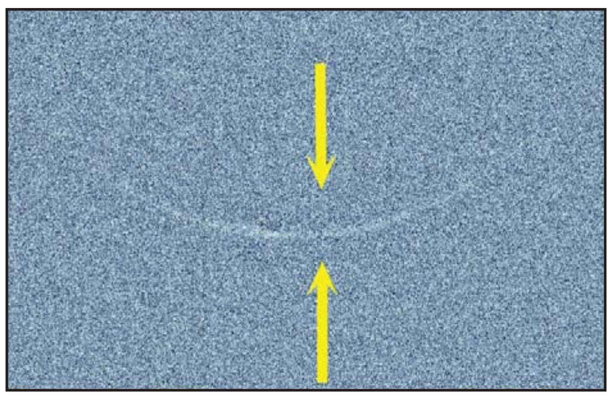

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতে সোমবার (৮ এপ্রিল) সন্ধ্যা ও রাতে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়নি। তবে মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) সকালেই আকাশে চাঁদ দেখা গেছে বলে জানা গেছে। খবর জানিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের গণমাধ্যম খালিজ টাইমস।

এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে আকাশে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়। চাঁদের এ ছবিটি প্রকাশ করেছে দেশটির অ্যাস্ট্রোনোমি সেন্টার।

চাঁদের ছবিটি তোলা হয়েছে আল-খাত জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণাগার থেকে। পর্যবেক্ষণাগার থেকে চাঁদের ছবিটি এমন সময় তোলা হয় যখন মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে এটি খালি চোখে দেখা যাচ্ছিল না।

এদিকে সোমবার চাঁদ দেখা না যাওয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে বুধবার (১০ এপ্রিল) ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হবে। দেশটির বিচারমন্ত্রী ও কমিটির চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ বিন সুলতান বিন আওয়াদ আল নুয়াইমি জানিয়েছেন, বুধবার (১০ এপ্রিল) ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঈদুল ফিতরের নামাজের সময়সূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। সাতটি রাজ্যের প্রতিটিতে সূর্যোদয়ের পরপরই এই সময়সূচি অনুযায়ী ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলায় ৯১ বিঘা জমি হস্তান্তর ভারতের

মীর আফরোজ জামান ● ঢাকা

আপনজন: ৯১ বিঘা জমি ৭০ বছর পর হারাল ভারত। জমিগুলো এত দিন ধরে ভারতেরই দখলে ছিল। বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার জগদল ও বালিয়াডাঙ্গী বেউরঝাড়ি সীমান্তের ৯১ বিঘা জমি ৭০ বছর পর বিএসএফ হস্তান্তর করলো উদ্ধার বিজিবিকে। বাংলাদেশ উদ্ধার হওয়া জমিতে সাদা পতাকা (নিশানা) টাঙিয়ে দিয়েছে ।

ঠাকুরগাঁও ৫০ বিজিবি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যেমে এতথ্য নিশ্চিত করেছে আজ মঙ্গলবার ৯ এপ্রিল। সরকারের খাস খতিয়ানভুক্ত ৯১ বিঘা জমিতে প্রবেশের অধিকার ফিরে পাওয়ায় সীমান্তবর্তী মানুষের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে।

জমিগুলো উদ্ধারে প্রায় এক মাস আগে কাজ শুরু করে বিজিবি। বিজিবি জানায়, ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়ন (৫০ বিজিবি) এর সুচারু পরিকল্পনা এবং সময়োপযোগী উদ্যোগে বাংলাদেশ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করে তারা।

সেই হিসাবে অধীনস্থ রাণীশংকৈল উপজেলার জগদল এবং বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বেউরঝাড়ি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ-ভারতের সার্ভে বিভাগের যৌথ জরিপের মাধ্যমে ভারতের দখলে থাকা জগদল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় প্রায় ১৫ বিঘা জমি এবং বেউরঝাড়ি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় প্রায় ৭৬ বিঘা জমি (মোট ৯১ বিঘা) উদ্ধার করা হয়। বাংলাদেশের অনুকূলে প্রাপ্ত জমির মধ্যে ৭৭ বিঘা আবাদি জমি, ১১ বিঘা চা বাগান ও ৩ বিঘা নদীর চর রয়েছে। ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়ন স্ট্রিপ ম্যাপ অনযায়ী আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলো জমিগুলো বাংলাদেশের।

বিজিবি ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের মধ্যে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকে জমিগুলো বাংলাদেশের বলে বিজিবির পক্ষ হতে জোরালো দাবি উপস্থাপন করা হয়। পরে বিজিবির পক্ষ হতে আরও বলা হয় যে, বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সার্ভেয়ারের মাধ্যমে যৌথ জরিপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ৬ ও ৭ মার্চ বাংলাদেশ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী জরিপ ও চার্জ অফিসার এবং ভারতীয় সার্ভে বিভাগের সহকারী চার্জ অফিসারের সমন্বয়ে বিজিবি-বিএসএফ এর উপস্থিতিতে ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ জগদল এবং বেউরঝাড়ি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে যৌথ জরিপ ও পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। সেটির অংশ হিসেবে গত ৬ মার্চ জগদল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় জরিপ পরিচালনা করে প্রায় ১৫ বিঘা ভারতের দখলে থাকা জমি বাংলাদেশের অনুকূলে পাওয়া যায় এবং প্রায় ৭ দশমিক ৫ বিঘা বাংলাদেশের দখলে থাকা জমি ভারত পায়। এরপর গত ৭ মার্চ বেউরঝাড়ি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় জরিপ চালিয়ে প্রায় ৭৬ বিঘা ভারতের দখলে থাকা জমি বাংলাদেশের অনুকূলে পাওয়া যায়। অপরদিকে প্রায় ১৬ বিঘা বাংলাদেশের দখলে থাকা জমি ভারত পায়।

প্রসঙ্গত, উক্ত জরিপে বাংলাদেশের প্রাপ্ত জমির পরিমান ৯১ বিঘা এবং ভারতের প্রাপ্ত জমির পরিমান ২৩ দশমিক ৫ বিঘা।

বাংলাদেশ ও ভারতের সার্ভে বিভাগের যৌথ জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাংলাদেশি জমিগুলো স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়ন (৫০ বিজিবি) এর পক্ষ হতে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসনের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও ৫০ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজীর আহম্মদ বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে বুঝতে পারি যে এই জমিগুলো বাংলাদেশের এবং জগদল ও বেউরঝাড়ি সীমান্তের কিছু অংশ বাংলাদেশের জমি হিসাবে আমরা ধারণা করি। তারই প্রেক্ষিতে আমরা ভারতের সঙ্গে কথা বলি এবং জরিপ করার জন্য আহ্বান জানাই। তাদেরকে আমরা অনুরোধ করি তারা যেন প্রকৃতপক্ষেই জমির মাপের কাজটি করা হয়। বাংলাদেশ বিজিবি এবং বিএসএফের যৌথ জরিপের মাধ্যমে আমরা এই জমিগুলো পেয়েছি।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় মেয়র নিহত, প্রাণহানি বেড়ে ৩৩২০৭

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলায় হাতেম আল-গামরি নামের এক মেয়র নিহত হয়েছেন। তিনি গাজার মাগাজি পৌসরভার মেয়র ছিলেন। মাগাজি ক্যাম্পে ইসরায়েলি হামলায় তার সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। এদিকে, গাজাজুড়ে ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা ৩৩ হাজার ২০০ ছাড়িয়ে গেছে। মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান কেন্দ্রীয় গাজার মাগাজি ক্যাম্পের একটি কাউন্সিল ভবনে বোমা হামলা চালিয়ে মাগাজি পৌরসভার মেয়রসহ বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছে বলে গাজা সরকারের মিডিয়া অফিস জানিয়েছে।

গাজার মিডিয়া অফিস টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে বলেছে, নিহত হাতেম আল-গামরি তার কাজের প্রতি নিবেদিত ছিলেন এবং 'নিজের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত' মাগাজির জনগণের সেবা করেছিলেন।

এদিকে আন্তর্জাতিক আদালতের অস্থায়ী রায়কে উপেক্ষা করে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় তার আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে চলা এই হামলায় কমপক্ষে ৩৩ হাজার ২০৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী এবং শিশু। এছাড়া ইসরায়েলি হামলায় আরও ৭৫ হাজার ৯৩৩ জন আহত হয়েছেন। সোমবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলের বর্বর হামলায় অন্তত আরও ৩৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

প্রতিদিন ৩৫০০ মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে হেপাটাইটিস ভাইরাস

আপনজন ডেস্ক: হেপাটাইটিস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিন তিন হাজার ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী এই সংখ্যা আরো বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বিতীয় বৃহত্তম সংক্রামক ঘাতকের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সংস্থাটি এ কথা জানায়।

এই সপ্তাহে পর্তুগালে বিশ্ব হেপাটাইটিস সম্মেলন উপলক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

ডাব্লিউএইচও-এর ওই প্রতিবেদন অনুসারে, ১৮৭টি দেশের নতুন তথ্যে দেখা গেছে, ভাইরাল হেপাটাইটিসে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ২০২২ সালে ১৩ লাখে দাঁড়িয়েছে। যা ২০১৯ সালে ছিল ১১ লাখ।

ডাব্লিউএইচও-এর গ্লোবাল এইচআইভি, হেপাটাইটিস এবং যৌন-সংক্রমিত সংক্রমণ কর্মসূচির প্রধান মেগ ডোহার্টি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'সংখ্যাটি আশঙ্কাজনক।' প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, হেপাটাইটিস সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন ৩ হাজার ৫০০ জন মারা যাচ্ছে।

এদের মধ্যে হেপাটাইটিস বি-এ আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৮৩ শতাংশ, হেপাটাইটিস-সি-এর কারণে মারা গেছে ১৭ শতাংশ।

হেপাটাইটিস ভাইরাসের কিছু কার্যকর জেনেরিক ওষুধ রয়েছে। যার মাধ্যমে এই ভাইরাসগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস-বি আক্রান্তদের মধ্যে মাত্র তিন শতাংশ ২০২২ সালের শেষ নাগাদ অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা পেয়েছে। এ ছাড়া হেপ সি-এ আক্রান্ত মাত্র ২০ শতাংশ - বা ১২.৫ মিলিয়ন লোককে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

ডাব্লিউএইচও প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসাস এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'হেপাটাইটিস সংক্রমণ প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী অগ্রগতি সত্ত্বেও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজার খান ইউনিসে ফিরছে বাস্তুচ্যুতরা, শহরজুড়ে শুধুই 'ধ্বংসস্তূপ'

আপনজন ডেস্ক: শহরজুড়ে শুধুই ধ্বংসস্তূপ আর বাতাসে ভেসে আসছে লাশের গন্ধ। ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে যে ঘরবাড়িগুলো ফেলে একদিন পালাতে হয়েছিল, সেগুলোর আর কোনো অস্তিত্বই নেই। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে লোকজন পচা-গলা লাশ বের করে আনার চেষ্টা করছে।

দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহরের এমন দৃশ্য দেখে চোখের জল বাধ মানছিল না মাহা থায়েরের (৩৮)। খান ইউনিস থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের পর গত রবিবার শহরে আবার ফিরে এসেছেন চার সন্তানের মা মাহা।

মাহা বলেন, শহরে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বাড়িঘর-রাস্তাঘাট সব ধ্বংস হয়ে গেছে। গত কয়েক মাসে ইসরায়েলি বাহিনী তুমুল হামলা এবং খান ইউনিস শহর ও তার আশপাশের এলাকায় লাগাতার বোমবর্ষণ করেছে।

গত রবিবার খান ইউনিসসহ দক্ষিণ গাজা থেকে আংশিক সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় ইসরায়েল। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানায়, দক্ষিণ গাজায় ৯৮ ডিভিশনের মিশন সমাপ্ত হয়েছে। তবে ১৬২তম ডিভিশন এবং নাহাল ব্রিগেডের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সেনা গাজা উপত্যকায় অভিযান অব্যাহত রাখবে। ইসরায়েল জানিয়েছে, এই সেনা প্রত্যাহারের অর্থ যুদ্ধ বন্ধ করা বোঝাচ্ছে না।

অক্টোবরে ইসরায়েলি হামলা শুরুর আগে খান ইউনিস শহর ও আশপাশে চার লাখের মতো বাসিন্দা ছিল। ইসরায়েলি অভিযানের মুখে দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে আশ্রয় নেয় খান ইউনিসের বহু মানুষ।

ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের খবরে বাস্তুচ্যুতদের অনেকেই রাফাহ থেকে খান ইউনিসে ফিরে যাচ্ছে। তারা জানিয়েছে, শহরের ধ্বংসস্তূপে তাদের বাড়িটি কোথায় ছিল তা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিসরের রাজধানী কায়রোয় যুদ্ধবিরতির আলোচনা নিয়ে নিরাশ করল হামাস ও ইসরায়েল।

কায়রোয় যুদ্ধবিরতির আলোচনা নিয়ে মিসরের গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দাবি করলেও ইসরায়েল ও হামাসের কর্মকর্তারা বলেছেন, তাঁরা এখনো কোনো সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছাননি। গত রবিবার থেকে কায়রোয় যুদ্ধবিরতি আলোচনায় মিসর, যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রতিনিধিদল পাঠায় নেতানিয়াহু।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০০ মি.

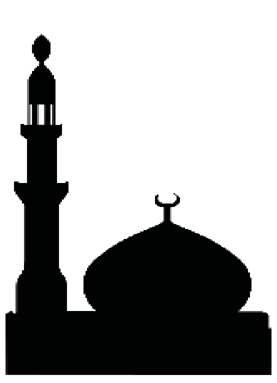

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৮	৫ .২০
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০০	
এশা	৭.১০	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

মালয়েশিয়ায় ঈদ আজ

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ার মুসলমানরা বুধবার ঈদুল ফিতর উদযাপন করবে। মঙ্গলবার দেশটির শাসকদের সিলমোহর রক্ষক তান সৈয়দ দানিয়াল সৈয়দ আহমদ এ তথ্য জানিয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে জাতীয় টেলিভিশনে এ ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

এর আগে ৩০ মার্চ, শাসকদের সিলের রক্ষক অফিস একটি বিবৃতিতে জানিয়েছিল, ৯ এপ্রিল নতুন চাঁদ দেখা যাবে।

'কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার' করবে চিন ও রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: বেইজিং মস্কোর সঙ্গে তাদের কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করবে এবং দেশ দুটি অবশ্যই 'ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের' পক্ষে দাঁড়াবে। স্থানীয় সময় গতকাল চীনের শীর্ষ কূটনীতিক এ কথা বলেন। তিনি রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভ সের্গেই'র সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এসব কথা বলেন।

ল্যাভরভ দুই দিনের সরকারি সফরে সোমবার চীনে পৌঁছেছেন। ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ায় মস্কো ও বেইজিং কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে চাইছে। রাশিয়া এবং চীন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যোগাযোগ বাড়িয়েছে এবং তাদের কৌশলগত অংশীদারত্ব ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আরো অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনের হাত রয়েছে। মস্কো আন্তর্জাতিকভাবে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশটির প্রভাব বাড়ছে। মঙ্গলবার বৈঠকে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেছেন, 'চীন পুতিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার স্থিতিশীল উন্নয়নকে সমর্থন করবে।' ওয়াংয়ের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রিয়া নভোস্তি খবরে বলা হয়, 'বেইজিং এবং মস্কো বিশ্ব মঞ্চে কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করতে থাকবে এবং একে অপরকে জোরালো সমর্থন দেবে।' তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট পুতিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রাশিয়ার জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে।'

রাফাহ আক্রমণের জন্য তারিখ নির্ধারণ করা আছে: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের জন্য গাজার শেষ আশ্রয়স্থল রাফাতে ইসরায়েলি আক্রমণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করা আছে। স্থানীয় সময় সোমবার (৮ এপ্রিল) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এ কথা জানান। তবে তারিখটি প্রকাশ করা হয়নি। এর মধ্যেই মিসরের রাজধানী কায়রোতে যুদ্ধবিরতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা করা হচ্ছে। নেতানিয়াহু বলেন, 'আমি যুদ্ধবিরতির বিষয়ে বিশদ একটি প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি। আমরা ক্রমাগত আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। সব জিম্মিদের মুক্তি এবং হামাসের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করা আমাদের প্রথম লক্ষ্য।' তিনি আরো বলেন, 'এই বিজয় পেতে হলে আমাদের রাফাতে প্রবেশ করতে হবে এবং সেখানে অবস্থানরত সন্ত্রাসী ব্যাটালিয়নদের নির্মূল করতে হবে।

এটা ঘটবে এবং এর জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ আছে।' তবে তিনি তারিখের কথা উল্লেখ করেনি।

গাজা যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি চুক্তি নিয়ে কায়রোতে আলোচনার সময় তিনি এ কথা বলেন। নেতানিয়াহুর মন্তব্যের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, তারা এখনো রাফাতে ইসরায়েলি অভিযানের বিরোধিতা করে। রাফাহ শহরে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছে।

রাশিয়ায় বন্যার আঘাত, ঝুঁকিতে হাজার হাজার মানুষ

আপনজন ডেস্ক: বন্যা রাশিয়ার দক্ষিণ কুর্গান অঞ্চলের ১৯ হাজারের বেশি মানুষের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা মঙ্গলবার বলেছে, নজিরবিহীন এই বন্যা হাজার হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। ইউরাল অঞ্চলের পার্বত্য শহর ওরস্কে বাঁধের একটি অংশ ভেঙে পড়ার কয়েক দিন পরেই এই বন্যা দেখা দিয়েছে। রাশিয়ার জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় শাখার উদ্ধৃতি দিয়ে তাস নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, বন্যায় অন্তত ৪ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই অঞ্চলে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও তারা উল্লেখ করেছে। এর আগে পার্বত্য শহর ওরস্কে বাঁধের একটি অংশ ভেঙে পড়ায় অঞ্চলটি প্লাবিত হয়ে পড়ে। ফলে রাশিয়ার ইউরাল থেকে হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয় বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন। এই অঞ্চলটি মধ্যে রয়েছে ওরস্ক, অন্যান্য ইউরাল প্রদেশ এবং প্রতিবেশী কাজাখস্তানের কিছু অংশ। বরফ গলে যাওয়ার কারণে ইউরাল নদীতে পানির স্তর বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তখন ওরেনবুর্গ অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। প্রতিবেশী কাজাখস্তানের কিছু অংশের পাশাপাশি ইউরাল পর্বতমালা এবং সাইবেরিয়ায় কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বন্যা আঘাত হেনেছে। ওরস্ক শহরে বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৯৯ সংখ্যা, ২৭ চৈত্র ১৪৩০, ৩০ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

ব্যুরোক্রেসি

ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র কেন সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে আমরা অনেকেই ওয়াকিফহাল; কিন্তু ইহা যেই জন্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ক্রমশ সরিয়া আসিতে দেখা যায়। ইহা খুবই দুঃখজনক। কেননা আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ নহে বলিয়া এই সকল দেশে অস্থিরতা লাগিয়াই থাকে। মূলত আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাতে রাজনৈতিক দলগুলি যখন যাহা খুশি তাহা করিতে না পারে। প্রশাসনে বজায় থাকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স তথা ভারসাম্যতা। রাজনৈতিক দলসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা এমপি-মন্ত্রী হইয়া রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ তাহাদের নির্বাচনি আসনে অধিক হারে লইয়া যাইতে চাহেন। ইহা যাহাতে না হয় বরং দেশের মানুষের কথা বিবেচনা করা হয়, এই জন্য আমলাতন্ত্র রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন তথা আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে পালন করে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা রক্ষায়ও তাহাদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ও নিয়মানুযায়ী দায়িত্ব পালন করিতে হয়। তাহাদের দলীয় নেতাকর্মীর মতো আচরণ বেমানান ও অপ্রত্যাশিত। তাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দলীয় আনুগত্যের জন্য নহেন। এই কথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হইতে শুরু করিয়া বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কোনো কোনো দেশে এমনভাবে সকল কিছু দলীয়করণ করা হয়, যাহাতে দল ও আমলাতন্ত্র একাকার হইয়া যায়। ইহা ক্ষমতাসীনদের দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকিবার জন্য সুবিধাজনক বটে, তবে দেশ ও দশের জন্য অমঙ্গলজনক। ইহার জন্য নাগরিক অধিকারসমূহ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে আমলাতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করিতে না পারিবার মূল কারণ হইল বিভিন্ন সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিকশিত হইবার সুযোগ না দেওয়া, বরং তাহা সমূলে ধ্বংস করিবার পাঁয়তারা করা। খোদ এই সকল প্রতিষ্ঠানে যাহারা কাজ করেন, অনেক সময় তাহাদেরও চক্ষুলজ্জা বলিয়া কিছু থাকে না। ছোটকালে তাহাদের মায়েরা তাহাদের চক্ষুতে কাজল দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা না হইলে তাহারা চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া কীভাবে এতটা নিচে নামিতে পারেন? রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ তথা নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। যিনি বা যাহারা ক্ষমতায় থাকেন তাহাদের কথামতো যাহা খুশি তাহা করা যায় না। যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন, বিচার বিভাগ প্রভৃতি দলীয়করণ হয়, তাহা হইলে সেই দেশের সাধারণ মানুষ যাইবেন কোথায়? কেননা সবাই তো একই দল করেন না বা করিতে পারেন না। তখন যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে। কারণ এই অবস্থার তো বিকল্প নাই। বিকল্প কেবল গণ-আন্দোলন। সকল পথ রুদ্ধ হইলে তখন কেবল এই পথই খোলা থাকে। এই জন্য আমরা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রায়শ অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা লক্ষ করিয়া থাকি। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু উন্নয়নশীল দেশে আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া ক্ষমতাসীনরা আজীবন ক্ষমতায় থাকিবার চেষ্টা অতীতে যেমন করিয়াছে, এখনো তেমনি করিয়া যাইতেছে। আজীবনই যদি ক্ষমতায় থাকিতে হইবে তাহা হইলে শুধু শুধু জনগণের বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রচেষ্টা কেন? এই সকল দেশে ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর কঠিন ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যেই সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অগ্রহণযোগ্য, অসমর্থনযোগ্য ও অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়বিদারক। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি রূপকথার অবতারণা করা যাইতে পারে। মাছেরা এক দিন দলবদ্ধ হইয়া দেবতার নিকট তাহাদের রাজা চাহিলেন। দেবতা এক কচ্ছপকে মনোনীত করিলেন তাহাদের জন্য; কিন্তু কচ্ছপ কেবল ঘুমায়। মাছেদের কল্যাণে তাহার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। দেবতা এইবার পাঠাইলেন মাছরাঙা পাখিকে রাজা করিয়া; কিন্তু ইহার ফল হইল মারাত্মক। ইহার পর মাছেরা যখনই মাথা চাড়া দিয়া উঠে, তখনই মাছরাঙা তাহাদের ধরিয়া আস্তা খাইয়া ফালায়। এইভাবে মাথা তুলিলেই তাহারা নাই হইয়া যায়। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে এখন পরিস্থিতি এমনটাই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার এই সকল হতভাগ্য দেশে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে না পারাটাই বড় ব্যর্থতা। ফলে যেই পথ খোলা থাকে, আমরা চাই বা না চাই—বারংবার সেই পথেই যায় আমজনতা। সেই পথ অবলম্বন করাটা তাহাদের নিকট তখন হইয়া দাঁড়ায় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

●●●●●●●●●●●●

কীভাবে লোকসভা নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা যায়?

দিল্লির ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে ৩১ মার্চ, রবিবার “লোকতন্ত্র বাঁচাও” ব্যানারে ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশে অভূতপূর্ব দাবিপত্র পেশ করা ভারতের গণতন্ত্রের সামনে একটি বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই সমাবেশে উপস্থিত দেশের সমস্ত বিরোধী দলের নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে একটি পাঁচ দফা দাবিপত্র প্রদান করেন যা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যে অনিয়ম চলছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সরাসরি এই নির্বাচনে “ম্যাচ ফিক্সিং” এর অভিযোগ করেছেন এবং বলেছেন, এই ফিক্সিং বিজেপি কিছু বড় কর্পোরেটদের সহায়তায় করছে যাতে তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে। লিখেছেন **যোগেন্দ্র যাদব**।

দিল্লির ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে ৩১ মার্চ, রবিবার “লোকতন্ত্র বাঁচাও” ব্যানারে ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশে অভূতপূর্ব দাবিপত্র পেশ করা ভারতের গণতন্ত্রের সামনে একটি বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই সমাবেশে উপস্থিত দেশের সমস্ত বিরোধী দলের নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে একটি পাঁচ দফা দাবিপত্র প্রদান করেন যা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যে অনিয়ম চলছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সরাসরি এই নির্বাচনে “ম্যাচ ফিক্সিং” এর অভিযোগ করেছেন এবং বলেছেন, এই ফিক্সিং বিজেপি কিছু বড় কর্পোরেটদের সহায়তায় করছে যাতে তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে।

অভিযোগ ভীষণ গুরুতর। শুধু বিরোধী দল বা কোনও বড় নেতার কথায় তা প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু দেশের সব প্রধান বিরোধী দল যদি একত্রিত হয়ে আওয়াজ তোলে, তাহলে তা শোনা ও তদন্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। বিশেষ করে আমাদের দেশেও বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার রেওয়াজ নেই। কখনও কখনও একজন বিরোধী দলীয় নেতা একটি নির্বাচনকে জালিয়াতি বলে থাকতে পারেন, তবে সাধারণত নির্বাচনের পরেও, পরাজিত দল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলকে স্বীকৃতি দেয়। এই অর্থে, ভারতীয় গণতন্ত্রিক পরিকাঠামো আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের থেকে আলাদা, ওই দেশে বিরোধী দলগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিকে জালিয়াতি বলে অভিহিত করে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফলগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। রামলীলা ময়দানে জারি করা প্রস্তাবপত্র একটি বিপদঘণ্টা, যেখানে প্রশ্ন উঠে আসে, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সে দিকেই এগোচ্ছে না তো?

তবে এই প্রস্তাবপত্রের ভাষা পরিমিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সাংবিধানিক পরিসরের মধ্যে। বিরোধী দলগুলির প্রথম এবং মৌলিক দাবি হল “নির্বাচন কমিশনকে লোকসভা নির্বাচনে সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করতে হবে।” এখানে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, তবে ইঙ্গিত স্পষ্ট। নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেখা গেলে অবশ্যই এমন দাবি উঠত না। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। সীমা ছুঁয়ে গেল যখন সরকার, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে, নির্বাচন কমিশন নিয়োগ সংক্রান্ত একটি আইন আনে, তারপর নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল রহস্যজনকভাবে পদত্যাগ করেন এবং আচমকা একদিনে দুই নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। স্পষ্টতই, নির্বাচনী খেলা শুরুর ঠিক আগে দুই রেফারি বদলানোর এই অসাধারণ পদক্ষেপ সকলের মনে সন্দেহ জাগায়। প্রশ্ন উঠেছে, ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন কমিশনকে এমন কিছু কাজ করাতে চেয়েছিল যা আগের কমিশনার পরিবর্তন না করলে সম্ভব ছিল না? এই সংশয়ের সমাধান না হলে এমনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যে, বাংলাদেশের মতো ভারতেও দাবি উঠবে নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন করাতে হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব: “নির্বাচন কমিশনের উচিত নির্বাচন কারচুপির লক্ষ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে আয়কর, ইডি এবং সিবিআই দ্বারা জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করা”। এই দাবি নির্বাচনে খোদ সরকার কর্তৃক তদন্তকারী সংস্থার অস্বাভাবিক অপব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরে। ক্ষমতাসীন দল মোদী ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই এই সংস্থাগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু এই সমস্ত সংস্থা এত নির্লজ্জভাবে বিরোধী দলগুলির নেতাদের পিছনে লেগেছে এবং নির্বাচনী আচরণবিধি জারি হওয়ার পরেও বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান, এফআইআর এবং গ্রেপ্তারের ধারাবাহিকতা চালিয়ে যাচ্ছে, ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে তা নজিরবিহীন।

এই একতরফা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সবচেয়ে বড় দু’টি উদাহরণ নিম্নলিখিত দাবিতে প্রকাশ করা হয়েছে: “হেমন্ত সোরেন এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এখানে প্রশ্ন এই নয় যে বিরোধী নেতা বা কোনও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগের তদন্ত হওয়া উচিত কি না। স্পষ্টতই কোনও ব্যক্তি আইনের উর্ধ্বে হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী হোক বা প্রধানমন্ত্রী, সবার ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা উচিত। প্রশ্ন হল, শরদ রেড্ডির মতো কারও সন্দেহজনক বক্তব্যের ভিত্তিতে কি কাউকে দোষীসাব্যস্ত করা যায়? যদি অভিযোগ থাকেও, গ্রেপ্তারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? যেখানে প্রমাণ নষ্ট করার কোনও সম্ভাবনা নেই? গ্রেপ্তার করতে হলেও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাঝখানে তা করার কী দরকার? যদি এজেন্সিগুলির নিয়মও থাকে যে তারা যাকে খুশি গ্রেপ্তার করতে পারে, তবে কেন শত শত বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না যাদের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে?

চতুর্থ দাবি এর সঙ্গে জড়িত প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের সঙ্গে সম্পর্কিত যা এই নির্বাচনে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগকে গুরুতর করে তুলেছে: “নির্বাচনের সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে আর্থিকভাবে শ্বাসরোধ করার জবরদস্তি পদক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত”। নির্বাচন শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগে আয়কর দফতর যেভাবে কংগ্রেসের পুরনো অ্যাকাউন্ট খুলে সেই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে এবং প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা জরিমানা করেছে তা থেকে একটাই উপসংহারে আসা যায় যে এই পদক্ষেপ দেশের প্রধান বিরোধী দলকে নির্বাচনে পঙ্গু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। পঞ্চম দাবি হল, আসলে যেখানে তদন্ত করা উচিত সেখানে নজর দেওয়া: “বিজেপি নির্বাচনী বন্ড ব্যবহার করে প্রতিহিংসা, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক দুর্নীতি ঘটিয়েছে, তার তদন্ত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি সিট গঠন করা উচিত”।

এই সমস্ত দাবি অত্যন্ত গুরুতর, যাকে কোনও ভাবে ভিত্তিহীন বলা যায় না। সরকার বা নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকালীন সময়ে এসব দাবির বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে বলে আপাতত মনে হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচনী ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। এমন প্রশ্নও উঠতে পারে যে, নির্বাচনের ম্যাচ যদি আগে থেকেই ফিক্সড থাকে, তাহলে বিরোধীদেরও তাতে কেন অংশ নিচ্ছে? এ ধরনের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিরোধীরা এই পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বৈধতা দিচ্ছে না তো?

বর্তমানে রামলীলা ময়দান থেকে পাস করা এই দাবিপত্রটি অত্যন্ত সংযম দেখায়। এমনকি নির্বাচন বয়কটের মতো কিছুরও উল্লেখ বা ইঙ্গিত দেয় না। বরং বুঝিয়ে দেয় “বিজেপি সৃষ্ট অগণতান্ত্রিক বাধা সত্ত্বেও, ইন্ডিয়া জোট আমাদের গণতন্ত্রকে লড়াই করতে, জয় করতে এবং বাঁচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আত্মবিশ্বাসী।” তবে এ কথা তো অস্বীকার করার জায়গা নেই, গোটা বিষয়টা জনসমক্ষে যখন এসেই পড়েছে তা বহুদূরে ছড়িয়ে পড়বে এটা একেবারে নিশ্চিত।

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

> **অভিযোগ ভীষণ গুরুতর। শুধু বিরোধী দল বা কোনও বড় নেতার কথায় তা প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু দেশের সব প্রধান বিরোধী দল যদি একত্রিত হয়ে আওয়াজ তোলে, তাহলে তা শোনা ও তদন্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। বিশেষ করে আমাদের দেশেও বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার রেওয়াজ নেই। কখনও কখনও একজন বিরোধী দলীয় নেতা একটি নির্বাচনকে জালিয়াতি বলে থাকতে পারেন, তবে সাধারণত নির্বাচনের পরেও, পরাজিত দল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলকে স্বীকৃতি দেয়। এই অর্থে, ভারতীয় গণতন্ত্রিক পরিকাঠামো আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের থেকে আলাদা, ওই দেশে বিরোধী দলগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিকে জালিয়াতি বলে অভিহিত করে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফলগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। রামলীলা ময়দানে জারি করা প্রস্তাবপত্র একটি বিপদঘণ্টা, যেখানে প্রশ্ন উঠে আসে, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সে দিকেই এগোচ্ছে না তো?**

মোহাম্মদ সালামি

ইসরায়েলের সঙ্গে ইরান কি এবার সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করবে

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেট ভবনে ভয়াবহ হামলায় তিনজন ইরানি কমান্ডারসহ এক ডজনের বেশি নিহত হয়েছেন। এ হামলায় তেহরান তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দেয় এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি সভা ডাকার আহ্বান জানান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) হোসেইন আমির-আবদুল্লাহিয়ান ওয়াশিংটনে তাঁর সরকারের কড়া বার্তা পৌঁছে দেন। সেই বার্তায় তেহরান জানায়, ‘জায়নবাদী সরকারের’ সমর্থক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকেও অবশ্যই এর দায় নিতে হবে। এটা পরিষ্কার যে ইরান প্রতিশোধ নিতে চায়।

ইরানের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছেন, ‘এই বদমাইশদের আমাদের সাহসী সন্তানেরা অবশ্যই শায়েস্তা করবে। এই অপরাধের জন্য আমরা অবশ্যই পরিতাপ করিয়ে ছাড়ব।’ প্রেসিডেন্ট রাইসি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই অন্যায্য অপরাধের জবাব না দিয়ে থাকা হবে না। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ ভাহিদি এক্সে বলেন, ‘আমরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাব, সেটা দেখার অপেক্ষা করুক জায়নবাদীরা।’ ইরানের রাজনৈতিক মহলে সম্মিলিতভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এদের অনেকে অন্য দেশে ইসরায়েল দূতাবাসে প্রতিশোধমূলক হামলা করার দাবি জানিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে দামেস্কের ইরানি কনস্যুলেট ভবনে ইসরায়েলের হামলা ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাত, নতুন স্তরে উত্তরণের স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে। ধাপে ধাপে এই সংঘাত ছায়া যুদ্ধ অতিক্রম করে আরও অনেক দূরে পৌঁছে যাবে। সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ এবং দেশটিতে ইরানি সেনাদের উপস্থিতি শুরুর পর থেকে ইসরায়েল সেখানে অনেকগুলো হামলা চালিয়েছে। কিন্তু এসব হামলা প্রাথমিকভাবে ইরানি প্রক্সিদের অস্ত্র সরবরাহ করা হয় এমন স্থাপনা ও যানবাহন লক্ষ্য করে চালানো হলেও পরে ধাপে ধাপে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

আগ্রাসন বাড়ছে ক্রমাগত দামেস্কে সর্বশেষ এই হামলা পরিষ্কারভাবে পূর্বপরিকল্পিত। ইরানের শীর্ষ কমান্ডারদের হত্যার উদ্দেশ্যেই এই হামলা। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন জেনারেল রেজা জাহেদি। ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসের এই জ্যেষ্ঠ কমান্ডার লেবানন ও সিরিয়ায় ইরানের সামরিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ক ছিলেন।

৭ অক্টোবর গাজায় হামলা শুরুর পর থেকে ইরানি সেনাদের ওপর হামলা ও হত্যা বাড়িয়েছে ইসরায়েল। এ সময়ে সিরিয়ায় সন্দেহজনক ইসরায়েলি হামলায় রেভল্যুশনারি গার্ডসের অন্তত ১৭ সদস্য নিহত হয়েছেন। জানুয়ারি মাসে রেভল্যুশনারি গার্ডসের পাঁচ সদস্যকে হত্যার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে ইরান। এর মধ্যে সাজেদ ওমিদজাদেহ ছিলেন, যিনি কুদস ফোর্সের গোয়েন্দা কর্তা হিসেবে কাজ করতেন। এক মাস আগে, জেনারেল সাইয়েদ রাজি মৌসাভি দামেস্কের বাইরে বিমান হামলায় নিহত হয়েছিলেন। জেনারেল মৌসাভি সিরিয়া ও ইরানের মধ্যে সামরিক যে জোট তার সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু ইরানের কনস্যুলেট ভবনে হামলা আগ্রাসনের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই হামলায় ইরান উদাসীন বসে থাকতে পারবে না। কেননা, কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার তাদের যে বাগাড়ম্বর, তাতে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এর পরও বেশ কিছু বিষয় আছে। তেহরানকে অবশ্যই সেই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। প্রথমত, ইসরায়েলের সঙ্গে ইরান পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধে জড়াতে চায় না। তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের সংঘাতে খেলা চলে যাবে ইসরায়েলের হাতে। যেহেতু তেহরানের সঙ্গে সংঘাত লাগিয়ে তেল আবিব গাজা যুদ্ধকে বৈশ্বিক রূপ দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। ইসরায়েল চায় ইরানের সঙ্গে সংঘাত বাধিয়ে গাজায় তারা যে গণহত্যা চালিয়েছে, তা থেকে বিশ্বের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে। তৃতীয়ত, ইরান তীব্র সংকটের মধ্যে রয়েছে। যুদ্ধ চালাতে গেলে শক্তিশালী অর্থনীতি দরকার। কিন্তু ইরানে এখন মূল্যস্ফীতি ৪০ শতাংশ, তাদের মুদ্রার বিনিময় হার এখন দুর্বল, বাজেটঘাটতিও অনেক। একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সহজ। কিন্তু যুদ্ধ থেকে বের হতে গেলে কয়েক মাস থেকে কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে। তাতে করে দেশ ও নাগরিকদের ওপর বিশাল অর্থনৈতিক চাপ পড়ে। পরিশেষে ইরানের জনগণ যুদ্ধ শুরু হোক তাতে সমর্থন দিচ্ছে না। ২০২২ সালে ‘নারী, জীবন, মুক্তি’ আন্দোলনে ইরান সরকার ব্যাপকভাবে জনসমর্থন হারিয়েছে। অনেকটাই বৈধতার সংকটেও পড়তে হয়েছে।

প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ

সর্বাত্মক যুদ্ধের পরিবর্তে ইরান প্রক্সি সংঘাতের মধ্য দিয়ে অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বড় ধরনের আক্রমণের বদলে তেহরান ‘একগুচ্ছ ছোট হামলার’ মধ্য দিয়ে তেহরান বদলা নিতে পারে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাংক চ্যাটাম হাউসের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা কর্মসূচির পরিচালক সানাম ভাকিল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেট ভবনে হামলার নিন্দা জানানো হয়। চীন ও রাশিয়া বলেছে, এটা আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের লঙ্ঘন। ইরান যখন তাদের সম্ভাব্য পদক্ষেপের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য তৈরি করতে চাইছে, তখন কনস্যুলেট ভবনে হামলার ঘটনায় আরব বিশ্বের দেশগুলো ইসরায়েলকে নিন্দা জানিয়েছে।

আসন্ন সপ্তাহ ও মাসগুলাতে যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশি বাহিনীগুলোর স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বছরের শুরুর দিকে জর্ডান-সিরিয়া সীমান্তে ইরান-সমর্থিত প্রক্সি গোষ্ঠীর হামলায় কয়েকজন আমেরিকান সেনা নিহত হন। গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ার কারণে মার্কিন সেনাদের ওপর এই হামলা হয়। এর পাল্টায় যুক্তরাষ্ট্রও বেশ কয়েক দফা হামলা চালায়। এরপর পরিস্থিতি আবার শান্ত হয়ে যায়। এবারের দামেস্কে কনস্যুলেটে হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সম্পৃক্ততা নেই, তা জানিয়ে দিয়েছে ওয়াশিংটন।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইরানি প্রক্সিরা এখন হামলা বাড়াতে পারে। যেমন লোহিত সাগরে হুতিরা হামলা বাড়াতে পারে। কিন্তু প্রক্সিদের হামলা নিশ্চিতভাবেই এখন ভিন্ন হবে। এবার তারা ইসরায়েলের দূতাবাসসহ আরও সংবেদনশীল এলাকায় হামলা করতে পারে। দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে হামলা তেহরান ও তেল আবিবের মধ্যকার ছায়াযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পাল্টে দেবে। ইরান অনেকগুলো কারণেই ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে না। কিন্তু ভিন্ন পথে তারা প্রতিশোধ নেবে।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

আদিবাসীদের ঝান্ডির উৎসব ঝালদায়

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে বাংলা তথা পুরুলিয়া জেলার এক আদিম তথা প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ধারা হল ছৌ নাচ। আর এই মানভূমি সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে পুরুলিয়ার ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী ঝালদার বিভিন্ন গ্রামে অবাধ ঝান্ডির আসর বসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো গ্রামে মেলা হচ্ছে এবং সেই মেলায় থাকছে নানান ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কোথাও ছৌ নাচ, কোথাও বাউল গান বা অন্যান্য লোক সংস্কৃতি। এরই পাশাপাশি রমরমিয়ে চলছে ঝান্ডি খেলা। ঝালদার বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও এই অবৈধ কারবার বন্ধ করার জন্য দাবী তুলেছেন। ঝালদার একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও উৎসবে জুয়া ঝান্ডি বন্ধ করার জন্য দাবী তুলেছেন। কিন্তু তবু কোনো এক অজ্ঞাত শক্তির আঙ্গুলি হেলনে ঝালদা জুড়ে চলছে দেশি মদ ও ঝান্ডি জুয়ার রমরমা। পুরুলিয়া জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর মাহাতো বলেন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ঝালদা জুড়ে জুয়া ঝান্ডির আসর বন্ধ ছিল। তার অভিযোগ ছৌ নাচের সঙ্গে যেহেতু আমাদের রক্তের সম্পর্ক তাই সেই ছৌ নাচকে কেন্দ্র করেই লোক জমা করছেন ঝান্ডি কারবারিরা। একদিকে যখন ছৌ নাচ হচ্ছে অন্যদিকে তখন জুয়া খেলা। দেশি মদ ও জুয়ার কারবারের ফলে শান্তি শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত হচ্ছে অনেক জায়গায়। তার আরও অভিযোগ প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে এই সব কারবারির যোগ সাজস রয়েছে। বিজেপির দাবী পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতি ছৌ নাচ কে এই ভাবে কুলষিত হতে দেওয়া ঠিক নয়। অন্যদিকে পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জগদীশ মাহাতো বলেন আমরা কোনোদিনই অসামাজিক কাজকর্মকে সমর্থন করি না। ছৌ নাচ পুরুলিয়ার বিশেষ ঐতিহ্য,ছৌ নাচের জন্যই আজ পুরুলিয়া বিশ্ববিখ্যাত। সুতরাং ছৌ নাচের সাথে সাথে জুয়া খেলা আমার ভালো চোখে দেখছি না। আমরা প্রশাসনকে বলবো যেন অবিলম্বে এই কারবার বন্ধ করা হয়।

তীব্র গরমে পানীয় জলের দাবিতে হিঙ্গলগঞ্জে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জের ভান্ডারখালি রোড অবরোধ করল গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা । হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের রূপমারী পঞ্চায়েতের বাইনারা গ্রামের ঘটনা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ এলাকাতে কয়েকশো পরিবার বাস করেন । কিন্তু এলাকায় কোথাও জলের পাইপলাইন নেই। আবার কোথাও জলের পাইপলাইন থাকলেও তাতে জল আসে না। এই দাবদাহের মধ্যে জল কষ্টে রয়েছেন তাঁরা। গ্রামে নেই কোন টিউবওয়েল । একটা টিউবয়েল আছে কিন্তু সেটাও খারাপ , যে কারণে গ্রামের মানুষকে জল আনতে যেতে হয় পাশের গ্রামে । আর সে কারণে যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছেন গ্রামের কয়েকশো পরিবার । বিকালের পর এলাকায় অন্ধকার নেমে আসলে আর জল আনা সম্ভব হয় না, বা বর্ষার সময় জল আনতে যথেষ্ট সমস্যায় পড়ে এলাকার মানুষ। বহুবার এলাকার মেম্বার থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানিয়ে কোন কাজ হয়নি। অবশেষে মঙ্গলবার গ্রামের পুরুষ মহিলারা একজোট হয়ে রাস্তা অবরোধ করল পানীয় জলের দাবিতে।

এই ঘটনায় স্থানীয় রূপমারি পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিত্রী সিং জানান,তিনি বিডিওকে জানিয়েছেন, আবারও জানাবেন, যাতে খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয় তার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অন্যদিকে,গরম পড়তেই জলের হাহাকার হাওড়া পুর এলাকায়। এর জেরে মধ্য হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোডে কালী কুন্ডু লেন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। বিশেষত মহিলারা এদিন পথে নামেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গরম পড়তেই জল সঙ্কট দেখা দিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। সামান্য জল যেটুকু সময়ে আসে তাতেও জলে পোকামাকড় মেলে। তা পান করার অযোগ্য। খোদ মন্ত্রীর ওয়ার্ডেই এই জল সঙ্কটের জেরে অবরোধের খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং মেয়র পারিষদ সদস্য শ্যামল মিত্র। তিনিও স্বীকার করে নেন স্থানীয়দের অভিযোগ যথাযথ। তবে, পুরসভা এ বিষয়ে সমস্যা মেটানোর জন্য কাজ শুরু করেছে। এদিন খবর পেয়ে পুর প্রযুক্তিবিদরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের পর পুর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। তবে অবরোধের জেরে সকালে অফিস টাইমে তীব্র যানজট ছড়িয়ে পড়ে। সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ।

নবান্ন অভিযানে নিহত মইদুলের বাড়িতে মীনাক্ষী

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ডিওয়াইএফআই-এর এর ডাকে নবান্ন অভিযানে গিয়েছিলেন কোতুলপুর ব্লকের চোরকোলা গ্রামের ডিওয়াইএফআইনেতা মইদুল ইসলাম। সিপিআইএমের অভিযোগ সেখানে গিয়ে পুলিশের লাঠির আঘাতে নিহত হয়েছিলেন মইদুল ইসলাম। তারপরে তোলপাড় হয়ে উঠেছিল রাজ্য রাজনীতি।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মইদুলের স্ত্রীকে হোম গার্ডের চাকরিও দেওয়া হয়। তারপর পেরিয়ে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। আজ ঈদের আগে এই মইদুল ইসলামের বাড়িতে দেখা গেল ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জিকে।

কর্মীদের সাথে নিয়ে মীনাক্ষী মুখার্জী মইদুল ইসলামের চোরকোলার বাড়িতে যায় তার পরিবারের সাথে দেখা করতে। সামনেই ঈদ উৎসব তাদের পরিবারের হাতে ঈদের উপহার তুলে দিলেন মীনাক্ষী মুখার্জী। যদিও তার দাবি এ কোন উপহার নয় মইদুলের পরিবার আমাদের পরিবার নিজের পরিবারে কখনো উপহার আনা যায় না। আমরা সারা বছরই মইদুলের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি।

মীনাক্ষীর দাবি রাজ্যে যতদিন না এই সরকারটা পাল্টাচ্ছে ততদিন মইদুলরা বিচার পাবে না। মইদুলতো বিচার চাইতে গিয়েছিল সবার কাজের জন্য তাহলে সেই বিচারটা সবার আগে দরকার। এই বিচার চাইতে গিয়ে মইদুলের মতো আমাদের অসংখ্য কর্মীরা শহীদ হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে সম্প্রীতির বার্তা

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: ঈদের আনন্দ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নবগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের হাতে পোশাক তুলে দেওয়া হল সাদা রহমান ও তার টিমের উদ্যোগে এবং যুবনেতা কামাল হোসেনের সহযোগিতায়। ঈদ উপলক্ষে নবগ্রামের যুবসমাজ সাদ রহমানদের উদ্যোগে এদিন নবগ্রামের কিষান মান্ডিতে আলিয়া এন্টারপ্রাইজ এর সন্নিকটে বেশ কিছু মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হয় পোশাক। তবে দেখা গেল এক ব্যতিক্রম চিত্র। শুধু মুসলিম মহিলাদেরই নয় হিন্দু মহিলাদেরও ঈদ উপলক্ষে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পোশাক এবং আরো বেশ কিছু মানুষের মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে পোশাক বলেও জানানো হয়। আর এই পোশাক বিতরণের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কামাল হোসেন বলে জানান সাদ রহমান। যুব সমাজের এমন উদ্যোগে খুশি মহিলারা।

দুঃস্থদের সেবায় স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্ক-এর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধারীতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও পবিত্র রমজানের ইফতার খাদ্য সামগ্রী পরিবর্তে ঈদ সংলাপ নামক এক অভিনব কর্মসূচি উদ্যোগ নিল স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্ক নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে গঙ্গাধারী ব্যাংক মোড় নামক একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায় বিধবা মায়েদের এবং এতিম দুস্থ মানুষের পরিবার পিছু মোট ৫০ টি পরিবারকে ঈদ সংলাপ নামে হাতে কিছু অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অভিনব উদ্যোগকে গঙ্গাধারী ব্যাংক মোড়ের বিধবা ও এতিম পরিবারগুলো শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এইরকম মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। এই মহৎ উদ্যোগকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে স্থানীয় মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ইসরাফিল সেখ এবং মাসুদ রানা ও বিশাল সেখের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই সংগঠনের প্রোগ্রাম কো অডিনেটর বিট্টন সেখ জানান যে স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্ক অভিভাবকহীন এতিম দুস্থ মানুষের পাশাপাশি মারণ দূরারোগ্য ব্যাধি রোগীর আর্থিক সহযোগিতা করে চলেছে এমনকি অভিভাবকহীন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা সহযোগিতা জন্য আর্থিক সহযোগিতার সবরকম ব্যবস্থা একের পর এক উদ্যোগ নিয়েই চলেছে।

অত্র এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সুচিন্তাশীল সম্মানীয় মিজানুর শাহ্ এইরকম উদ্যোগকে আগামীতে বৃহত্তম সংখ্যক পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সবরকম সহোযোগিতার করা জানিয়েছেন।

ছবি: বিট্টন সেখ

ভোটার সচেতনতা শিবির হাওড়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসভিইপ-এর অভিনব প্রচার দেখা গেল উলুবেড়িয়া'য়। বৃহস্পতিবার ঈদ-উল-ফিতর।তার আগে মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ার কয়েকটি নামী শপিংমলের বাইরে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যগে ভোটার সচেতনতামূলক বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হল। প্রসঙ্গত,ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন কাপড় কেনার জন্য শহরের বিভিন্ন শপিংমল গুলোতে ভিড় করছেন। আর সেই সময়টা কে কাজে লাগাতে ব্লক প্রশাসনের এই বিশেষ উদ্যোগ। উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,মূলত প্রতিটি ভোট কেন্দ্রেই ১০০ শতাংশ ভোটদান নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

এদিনের এই কর্মসূচিতে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লিপিকা রায়, ব্লকের আধিকারিক সেখ আজহারউদ্দিন, ব্লকের কর্মী নাজির হোসেন মিদ্দে,সৌনক গাঙ্গুলি প্রমুখ।

সুজাতাকে আক্রমণ সৌমিত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ আগামী ২৫ শে মে ধার্য করা হয়েছে। ভোট পর্ব সম্পন্ন হতে এখনো বেশ কিছুদিন বাকি থাকলেও প্রচার যেন তুঙ্গে। আর এই প্রচার সভা চলাকালীন যুযুধান দুই পক্ষ যারা একে অপরের প্রাক্তন বাক্য বাণে বিদ্ধ করেই চলেছেন।একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো আরেকবার, গতকাল সন্ধ্যাবেলায় ওন্দা বিধানসভার অন্তর্গত নাকাইজুড়ি অঞ্চলের আগয়া গ্রামে বিজেপির তরফ থেকে একটি প্রচার সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ।সেখানে জনগণের উদ্দেশ্যে খোলা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মন্ডল অর্থাৎ বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে তাঁর বিপক্ষের তৃণমূল প্রার্থীকে বেনজির আক্রমণ করলেন।তিনি বলেন “যে চুরি করতে চেয়েছিল,সুজাতা তাকে আগেই ত্যাগ করেছি কারণ সে একটা বড় চোর তার জন্য তাকে ত্যাগ করেছি”।

পায়ে হেঁটে ভোট প্রচারে সেলিম

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মঙ্গলবার নির্বাচনী প্রচারে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছেন ওই কেন্দ্রের জোট প্রার্থী তথা রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিন সকালে হরিহরপাড়া বিধানসভার বহড়ান পার্টি অফিস থেকে দলীয় কর্মীদের সাথে নিয়ে প্রচার শুরু করেন তিনি।

এরপর হরিহরপাড়ার খিদিরপুর, কুমড়োদহ ঘাট , রায়পুর অঞ্চল সহ বিভিন্ন এলাকায় কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বাইকে চড়ে আবার কখনো গাড়িতে চড়ে ভোট প্রচার করেন।

বলা বাহুল্য- নির্বাচনী প্রচার অভিযানে নেমে দলীয় কর্মীদের নিয়ে শুধু মিছিলই নয়, মিছিলে সামিল থাকে এলাকাবাসীদের সাথে দফায় দফায় কথা বলতেও দেখা যায় তাকে। এদিন এই ভোট প্রচারে শামিল হন হরিহরপাড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জাহাঙ্গীর শাহ, হরিহরপাড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক ইনসার আলী বিশ্বাস, বহড়ান এরিয়া কমিটির সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সহ ব্লক ও অঞ্চল কংগ্রেস ও সিপিআইএমের বিভিন্ন নেতৃত্ব।

মালদায় কংগ্রেস প্রার্থীর প্রথম সভা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর আজ মঙ্গলবার প্রথম মালদহ বিধানসভায় কর্মী সভা করলেন উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম। পুরাতন মালদহের সাহাপুরের পাবনাপাড়ায় জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ হালদারের নেতৃত্ব বাম কংগ্রেস নেতা কর্মীদের নিয়ে এদিনের কর্মী সভা করেন মোস্তাক।লোকসভা ভোটের প্রচারের রণকৌশল ও কংগ্রেস প্রার্থীকে জেতাতে এই কর্মী সভা বলে জানান ভূপেন্দ্রনাথ হালদার।এদিন উপস্থিত ছিলেন বাম নেতা প্রনব দাস ও টাউন কংগ্রেসের সভাপতি প্রনতোষ ঘোষ সহ অন্যান্যরা।কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী হবে বলে আত্মবিশ্বাসী বাম কংগ্রেস।তবে এদিন প্রার্থীকে প্রথম মালদহ বিধানসভায় পেয়ে আপ্লুত মানুষজন।

জানাজায় হাজির প্রার্থী মোস্তাক আলম

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ভোট প্রচারের মাঝে জানাজায় হাজির উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম।হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিছাপা গ্রামের বাসিন্দা তথা মৌলানা রহমাতুল্লাহ মাদানি মঙ্গলবার পরলোকগমন করে।প্রার্থী মোস্তাক আলম জানতে পেরে পুরাতন মালদহ বিধানসভায় কর্মীসভা দ্রুত সেরে জানায় উপস্থিত হয়।এদিন জানাজার পাশাপাশি তার পরিবারকে সমবেদনা জানান মোস্তাক।

ঈদে দুঃস্থদের নতুন বস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ঈদের মাত্র একদিন বাকি, তার আগে এলাকার দুঃস্থ মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার হিসেবে তুলে দিলো নূতনগ্রাম ইয়ং কমিটির সদস্যরা। ২০১১ সাল থেকে বিগত ১৪ বছর ধরে প্রতি ঈদে তারা এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম নয়। ঈদ উপলক্ষে এলাকার দুঃস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র উপহার হিসেবে তুলে দিল নূতনগ্রাম ইয়ং কমিটি। পাশাপাশি এবছর তাদের নতুন কর্মসূচি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে তারা। মঙ্গলবার বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালগোলার বিধায়ক মহাম্মদ আলী প্রমুখ।

বেলুড়ে দ্বিতল বাড়ির মেজে ধসে আহত

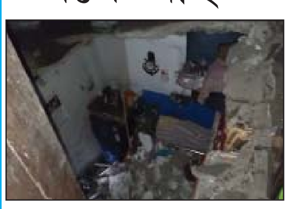

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এবার হাওড়া জেলার বেলুড়ে ভেঙে পড়লো একটি পুরনো বাড়ির দোতলা ঘরের মেঝে।বেলুড় ভোট বাগানেরএইচ কে চ্যাটার্জি লেনে একতলা বাড়ির ছাদ ভেঙ্গে পাঁচ জন গুরুতর আহত। আহতদের মধ্যে শিশুও রয়েছেন । মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ির দোতলায় চারজন ছিল। সেই ঘরের মেঝে ভেঙে নিচে পড়ে যায়। একজন মহিলা ছিলেন নিচের ঘরে। মোট পাঁচজন আহত হন। দীর্ঘদিন ধরে এই বাড়িটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বাড়ির মালিককে বলেও কোনো রকম সারানোর কাজ হয়নি। মঙ্গলবার ভেঙ্গে পড়ল বাড়ির দোতলা ঘরের মেঝে। অল্পের জন্য রক্ষা পেল পাঁচজন। ঘটনাস্থলে যায় হাওড়া সিটি পুলিশের কর্তারা।

বিপদজনক বাড়ি বলে নোটিস ঝুলিয়ে দেয় হাওড়া কর্পোরেশন পুরো বাড়িটাই বিপদজনক বলে বার্তা দিয়ে।

চোলাই মদ সহ ধৃত লোকপুর থানায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: চোলাই মদ পাচারের কাজে পাচারকারীদের দল বেশ সিদ্ধহস্ত হয়ে পড়েছে। বীরভূম সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন দিক দিয়ে বীরভূমের মধ্যে প্রবেশ করছে।পাচারকারীদের ব্যবসার শিকড় বেশ গভীরে,তাই একটা রাস্তা বন্ধ হলে বিকল্প রাস্তা বের করে চলছে পাচার।সেরূপ সন্ধানের জেরে লোকপুর থানার পুলিশ অতর্কিতে হানা দিয়ে স্থানীয় থানার ভাদুলিয়া গ্রাম থেকে ২০ লিটার চোলাই মদ সহ এক ব্যাক্তিকে আটক করে।জানা যায় ধৃত ব্যক্তির নাম লোটন ডোম, বাড়ি নাকড়াকোন্দা পঞ্চায়েত এলাকার ভাদুলিয়া গ্রামে।ধৃত ব্যক্তিকে মঙ্গলবার দুবরাজপুর আদালতে পাঠানো হয় লোকপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে লোকপুর থানার পুলিশ দফায় দফায় অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেল সহ শতাধিক লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করে।

নির্বাচন নিয়ে পুলিশ পর্যবেক্ষকের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনীল কুমার শর্মা। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয় মঙ্গলবারের এই বৈঠকে। মঙ্গলবার দুপুর বারোটা কুড়ি নাগাদ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে যান পুলিশের বিশেষ পর্যবেক্ষক। এরপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বৈঠক করেন তিনি। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফা নির্বাচনে যে তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হবে সেই তিনটি কেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চান তিনি। মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরবঙ্গে যান অনিল কুমার শর্মা । প্রথম দফা নির্বাচনের আগে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের সামগ্রিক

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। অন্যদিকে, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী জানান,লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার জন্য দার্জিলিং ১৪, রায়গঞ্জ ১৪, বালুরঘাট ১৩টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। প্রথম দফা নির্বাচনে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার ,জলপাইগুড়ি তাফিসিলি জাতি এবং উপজাতি সংখ্যা জানান তিনি। ৪৫ উর্ধ্বে ভোটের দের সংখ্যা এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটের দের সংখ্যা জানান তিনি। অনিল কুমার শর্মা বৈঠক করেন ।

লিলুয়ার গুলি কাণ্ডে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: লিলুয়ায় গত ৬ এপ্রিল গুলি চালানোর ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করল হাওড়া সিটি পুলিশ। ধৃতদের নাম পীযুষ মন্ডল, রাকেশ ঝাঁ এবং শুভঙ্কর ওরফে শুভ। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রের খবর, এই গুলি-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত পীযুষ মন্ডলকে সোমবার রাতে তার বাড়ির কাছ থেকেই গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার দিন ব্যবহৃত মোটর বাইকটিও উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ওয়ান শর্টার পিস্তল ও এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মঙ্গলবার শুভঙ্কর ও রাকেশ ঝাঁ-কে গ্রেপ্তার করা হয়।

হাওড়ায় বস্ত্র বিতরণ

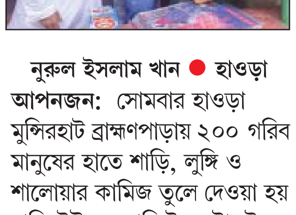

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন: সোমবার হাওড়া মুন্সিরহাট ব্রাহ্মণপাড়ায় ২০০ গরিব মানুষের হাতে শাড়ি, লুঙ্গি ও শালোয়ার কামিজ তুলে দেওয়া হয় হাজি ইউনুস চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তরফে। ঈদ উপলক্ষে এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক ও প্রাক্তন এম এল এ আবুল কাশেম মোল্লা,সোহেল কাশেম এবং ওয়াহিদুজ্জামান সহ অনেকেই।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা এলাকায় মানব কল্যাণে রক্তযোদ্ধা নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে সোমবার বেশকিছু কচিকাঁচারদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়।

আলিপুরে বৈঠক শিক্ষক সংগঠনের

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার জেলার সদর কার্যালয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে । একমাত্র ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশনের অতিরিক্ত জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অফিসটি ডি.ডি.ও সম্পন্ন এবং এই সাব ডিভিশনের মধ্যে তিন শতাধিক স্কুল ও মাদ্রাসা রয়েছে । এই সাব ডিভিশনের এ.ডি.আই. অফিসের মাধ্যমেই স্কুল ও মাদ্রাসার গ্রান্ট-ইন -এড সহ যাবতীয় কাজ ডায়মন্ড হারবার অফিস থেকেই যাতে করা যায় জেলার মাধ্যমিক পরিদর্শক জয়ন্তী জানা বৈঠক আহ্বান করেন। জেলার স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত হন। ডায়মন্ড হারবার অফিসের জন্য নতুন ভবনের জন্য জেলার সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী বিশালের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক তথা মাদ্রাসার ইন চার্জ মোজাম্মেল হক, এ.আই. গোপাল চন্দ্র বালা, বড়বাবু বিশ্বরূপ ও নির্মাল্য বাবু, মাদ্রাসা শিক্ষক নেতা আবু সুফিয়ান পাইক প্রমূখ।

তৃণমূল মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও বৈঠকে অংশ নেন।

আবু সুফিয়ান পাইক বলেন ডায়মন্ড হারবার হোক কিংবা আলিপুরের অফিস, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেটা খেয়াল রাখা দরকার।

আক্রান্তদের দেখতে চেয়ারম্যান ব্রজ

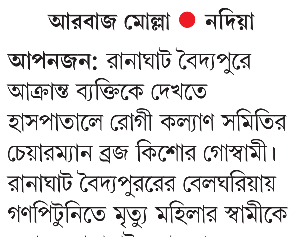

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: রানাঘাট বৈদ্যপুরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ব্রজ কিশোর গোস্বামী। রানাঘাট বৈদ্যপুররের বেলঘরিয়ায় গণপিটুনিতে মৃত্যু মহিলার স্বামীকে দেখতে রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে এলেন বিধায়ক তথা রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ব্রজকিশোর গোস্বামী।

আক্রান্তের সঙ্গে দেখা করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান আক্রান্ত সুবল কর্মকারের চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার। তাঁদের ক্ষতিগ্রস্থ বাড়িটির সংস্কারও করা হবে সরকারের তরফে। ঘটনার রাতেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। পাশাপাশি বিজেপির রাজনীতিকেও একহাত নেন তিনি। বিধায়ক বলেন, মর্মান্তিক এই ঘটনায় বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করছে। যখন আক্রান্ত ব্যাক্তি এক কথা বলছে তখন বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে বিষয়টিকে কলুষিত করছে।

রোনাল্ডোর লাল কার্ড, আল নাসরের বিদায়

আপনজন ডেস্ক: সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনালে আল নাসর-আল হিলাল ম্যাচের ৮৫ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। বল সাইডলাইনের বাইরে চলে গেলে সেটি কুড়িয়ে আনতে যান আল হিলালের আলি আলবুলাইহি। ছুটে গিয়ে তাঁকে সুযোগ না দিয়ে বল নিয়ে নেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। আল হিলাল ডিফেন্ডার রোনাল্ডোর গতি রোধ করার চেষ্টা করলে একপর্যায়ে কনুই দিয়ে তাঁকে আঘাত করেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

তাৎক্ষণিকভাবে মাঠে শুয়ে পড়েন আলবুলাইহি। সে সময় রেফারিসহ দুই পক্ষের খেলোয়াড়েরা সেখানে ছুটে আসেন। বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যেই রোনাল্ডোকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে মুষ্টি পাকিয়ে ঘুষি মারার ভঙ্গিতে রেফারির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন আল নাসর তারকা। এরপর রেফারিকে কটাক্ষ করে আর্মব্যান্ড খুলে বেরিয়ে যান মাঠ থেকে। এদিন যথারীতি রোনাল্ডোর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েছে আল হিলাল সমর্থকদের 'মেসি' 'মেসি' চিৎকার।

রোনাল্ডোর এই লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ায় মূলত ম্যাচে আল নাসরের পারফরম্যান্সের প্রতিচ্ছবি। আল হিলালের বিপক্ষে এ ম্যাচে রোনাল্ডো লাল কার্ড দেখার আগেই ২-০ গোলে পিছিয়ে যায় আল নাসর। শেষ পর্যন্ত আল নাসর ২-১ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে সুপার কাপ থেকে। শেষ দিকে সাদিও মানের গোল হারের ব্যবধানটাই শুধু কমিয়েছে। ১১ এপ্রিলের ফাইনালে আল হিলালের প্রতিপক্ষ আল ইত্তিহাদ।

সৌদি প্রো লিগে আল হিলালের কাছে শিরোপা হাতছাড়ার করার পথে রোনাল্ডোর আল নাসর। সেটি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল সৌদি সুপার কাপে। কিন্তু সেমিফাইনালের লড়াইয়েও সেই আল হিলালের দাপটই দেখা গেল। ম্যাচজুড়ে আল নাসরের ওপর আধিপত্য করেছে তারা।

ম্যাচের শুরুতে অবশ্য রোনাল্ডোর সামনে সুযোগ এসেছিল দলকে এগিয়ে দেওয়ার। কিন্তু ১৭ মিনিটে গোলরক্ষককে একা পেয়েও পোস্টের ওপর দিয়ে মেরে সুযোগ নষ্ট করেন 'সিআর সেভেন'। এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ওতাবিও গোল করলেও সেটি বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য সমতাতেই বিরতিতে যায় দুই দল।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬১ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন আল হিলাল তারকা সালেম আলদাউসারি। দারুণ এক ফিনিশিংয়ে গোল করেন দাউসারি। ৬৬ মিনিটে ম্যালকমের শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে।

তবে আল হিলালের ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যেতে ৭২ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। হেড দিয়ে গোলটি করেন ম্যালকমই। এরপর ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা করে আল নাসর। তবে রোনাল্ডোর লাল কার্ডের পর আর লড়াইয়ে ফিরতে পারেনি তারা। শেষ দিকে সাদিও মানের গোল শুধুই সান্ত্বনা দিয়েছে। ম্যাচ শেষে রোনাল্ডোর লাল কার্ডের জন্য প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের দিকেই আঙুল তোলেন আল নাসর কোচ লুইস কাস্ত্রো। তিনি বলেছেন, 'আলি আলবুহাইলি এদিন রেফারি ও রোনাল্ডোর সামনে নাটক করেছে। এ মৌসুমে আমরা একাধিকবার রোনাল্ডোকে প্রতিপক্ষদের দ্বারা উসকানি দিতে দেখেছি।'

কেইন-কিমিখদের স্ত্রীরা থাকতে পারবেন না এমিরেটসের গ্যালারিতে, ক্ষুব্ধ বায়ার্নের খেলোয়াড়েরা

আপনজন ডেস্ক: বায়ার্ন মিউনিখের ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচ খেলতে পা রেখেছেন তাঁর দেশের মাটিতে। কিন্তু আর্সেনালের বিপক্ষে তাঁর তথা বায়ার্নের খেলা দেখতে লন্ডনে যাননি কেইনের স্ত্রী ক্যাটি গুডল্যান্ড। যাবেনই-বা কেন, লন্ডনে গেলেও যে খেলা দেখতে হবে হোটেলের কক্ষে বসে! আসলে লন্ডনে আর্সেনালের মাঠ এমিরেটসে বসে খেলা দেখার অনুমতিই তো পাননি।

শুধু কেইনের স্ত্রীই নন, বায়ার্ন মিউনিখের কোনো খেলোয়াড়েরই স্ত্রী বা প্রেমিকা অথবা পার্টনার এমিরেটস স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখার অনুমতি পাননি। এটা নিয়ে বায়ার্নের খেলোয়াড়েরা ক্ষুব্ধ বলেই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জার্মানির পত্রিকা বিল্ড।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে কেন বায়ার্নের খেলোয়াড়দের স্ত্রী, বান্ধবী বা পার্টনাররা এমিরেটসে গিয়ে খেলা দেখার অনুমতি পাননি? আসলে উয়েফার একটি শাস্তি পেয়েছে বায়ার্ন। দলটির সমর্থকদের বাজে আচরণের কয়েকটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। শাস্তিটি হচ্ছে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের অ্যাওয়ে ম্যাচটিতে বায়ার্ন কোনো টিকিট পাবে না।

এ নিষেধাজ্ঞার কারণে বায়ার্নকে আজ এমিরেটস স্টেডিয়ামে ম্যাচের অল্প কিছু টিকিটই দেওয়া হয়েছে। সেই টিকিট মূলত বায়ার্নের ক্লাব কর্মকর্তা, নির্বাহী আর কোচ টমাস টুখেলের সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

বায়ার্নের মিডফিল্ডার ইওশুয়া কিমিখ আর টটেনহাম থেকে ধারে বায়ার্নে খেলতে যাওয়া ইংলিশ ডিফেন্ডার এরিক ডায়ারের স্ত্রী এরই মধ্যে লন্ডনে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁরা মাঠে ঢুকতে পারবেন না, খেলা দেখতে হবে হোটেলের কক্ষে বসে টিভিতেই। প্রশ্ন জাগতে পারে, এরিক ডায়ার তো ইংলিশ আর স্ত্রী আনা মডলার দক্ষিণ আফ্রিকান; তাঁরা তো জার্মান নন, তাহলে মডলার টিকিট পাবেন না কেন! এ ক্ষেত্রে বলতে হয়, গ্যালারিতে বসে বায়ার্নের একজন খেলোয়াড়ের স্ত্রী বা প্রেমিকা তো বায়ার্নেরই সমর্থন করবেন!

আইএসের হুমকি: চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে কড়া নিরাপত্তা

আপনজন ডেস্ক: হুমকিটা তাহলে হালকাভাবে নিচ্ছে না স্প্যানিশ সরকার। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের সব ম্যাচের ভেন্যুতে হামলার যে হুমকি দিয়েছিল জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট বা আইএস, সেটার জবাবে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ রাতে খুবই কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করছে স্প্যানিশ সরকার। ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টাইমসকে স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মাদ্রিদের সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচের জন্য ৩ হাজার ৫০০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। সমর্থকদের বিভিন্ন জায়গা মিলিয়ে চারটি নিরাপত্তা ধাপ পেরোনোর সময় তল্লাশির মুখোমুখি হতে হবে। স্টেডিয়ামের আশপাশে উঁচু ভবনগুলোয় রাখা হবে স্নাইপারও। স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র টাইমসকে জানিয়েছে, সরকার প্রাথমিক সতর্কতা ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় করেছে, যাতে ফুটবল-সমর্থক ও নাগরিকেরা শান্তিতে নিজেদের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

জঙ্গি সংগঠন আইএস চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচগুলোতে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে জঙ্গি সংগঠন আইএস চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচগুলোতে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেএক্স আইএসের বার্তা প্রচারকারী সংগঠন আল-আজাইম চ্যাম্পিয়নস লিগে হামলার হুমকির বিষয়টি আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে জানায়। আইএসের পক্ষ থেকে তারা পোস্টারের মতো একটি ছবি প্রকাশ করে এক্সসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের চারটি ম্যাচ হবে লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়াম, প্যারিসের পার্ক দে প্রিন্সেস, মাদ্রিদের মেত্রোপলিতানো অ্যারেনা ও সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। আইএস প্রকাশিত এক ছবিতে দেখা যায়, কালো পোশাক পরে একে-৪৭ রাইফেল নিয়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। ওই ব্যক্তির সামনে বিশাল স্টেডিয়াম আর পেছনে এ সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস লিগের চারটি ভেন্যুর নাম লেখা। ছবিটির ওপরে ক্যাপশন, 'সবাইকে হত্যা করো।'

এই হুমকির পরেও ম্যাচগুলো নির্ধারিত সময়েই হবে বলে ঘোষণা দেয় উয়েফা। মাদ্রিদ থেকে স্পেন সরকারের প্রতিনিধি ফ্রান্সিসকো মার্তিন টাইমসকে বলেছেন, 'গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা নির্ধারিত সতর্কতা স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করব।'

এদিকে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশও হুমকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। লন্ডন পুলিশের উপসহকারী কমিশনার অ্যাডে অ্যাডেলেকান বলেছেন, 'আমি জনসাধারণকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আজকের রাতের ম্যাচের জন্য আমাদের একটি শক্তিশালী পুলিশিং পরিকল্পনা রয়েছে এবং ম্যাচটি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা ক্লাবের নিরাপত্তা দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।' ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিঁ বলেছেন, হুমকির কারণে তাঁদের পুলিশপ্রধানও যথেষ্ট নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

মোহাম্মদ আমির: ফিক্সিং, নিষেধাজ্ঞা, ফেরা, অবসর এবং আবার ফেরা

আপনজন ডেস্ক: তিন দিন পরই বয়স ৩২ পূর্ণ হবে তাঁর, পা রাখবেন ৩৩-এর ঘরে। পেসারদের জন্য এই বয়সকে ধরা হয় শেষবেলা। বলে গতি কমে, ধার কমে, সেই সঙ্গে কমে শরীরের তেজ আর মনের জোরও। আর এমন পড়ন্তবেলাতেই কিনা পাকিস্তান জাতীয় দলে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে মোহাম্মদ আমিরের। ১৮ এপ্রিল শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সিরিজে 'ম্যাচ জেতানো খেলোয়াড়' আমিরের ওপর আস্থা রেখে তাঁকে দলে রেখেছেন পাকিস্তানের নির্বাচকেরা। দূরদৃষ্টিতে আছে জুনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, নির্বাচকেরা জানিয়ে রেখেছেন এমনটাও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া আমিরের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় অবশ্য একটাই বাক্য, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', যার অর্থ–'পরম করুণময় স্রষ্টার নামে শুরু করছি'।

আমিরের এই শুরু আসলে ঠিক শুরু নয়, তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা। প্রথম অধ্যায়ের শুরুটা সবারই জানা, ২০০৯ সালে ওভালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার মাধ্যমে। দ্বিতীয় পর্ব অবশ্য প্রথম পর্বের চেয়েও আলোচিত, আলোড়িত। মাত্র ১৭ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসে হইচই ফেলে দেওয়া আমির এক বছরের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্পট ফিক্সিংয়ে, যার শাস্তি হিসেবে কারাগারে গেছেন, পাঁচ বছর ছিলেন নিষিদ্ধও। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অকল্যান্ডে আমিরের ফেরাটা তাই বেশ আলোচনারই জন্ম দিয়েছিল। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দিয়ে রাঙিয়ে তোলা পর্বটির ইতি ঘটে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে, অবসর ঘোষণার মাধ্যমে। যেভাবে সামনে এগিয়ে চলার পথটা নিজেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাতে অনেকেই ২৯ বছরে বয়সে আমিরের ক্যারিয়ারে ফুলস্টপ দেখে ফেলেছিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে তৎকালীন বোর্ড ও টিম কোচিং স্টাফের সদস্যদের দিকে আঙুল তুলে গিয়েছিলেন আমির। বলেছিলেন, 'মানসিক অত্যাচার'ই সরে যাওয়ার কারণ, 'ক্রিকেট ছাড়ছি, কারণ মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছি। আমার মনে

হয় না এসব সহ্য করে যেতে পারব। ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। শাস্তিও পেয়েছি। পিসিবি আমার জন্য অনেক বিনিয়োগ করেছে–এসব বলে অত্যাচার করা হয়েছে আমার ওপর।'

আমিরের অভিযোগের আঙুল ছিল পিসিবি চেয়ারম্যান রমিজ রাজা, কোচিং স্টাফে থাকা ওয়াকার ইউনিস ও মিসবাহ-উল-হকদের দিকে। তাঁরা সরে গেলেই কেবল জাতীয় দলে ফেরার কথা বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠ মহলে। এক এক করে পরে তাঁদের সবাই পিসিবি ছেড়েছেন বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আমির আর ফেরেননি। স্রেফ ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টিই খেলে গেছেন। এর মধ্যে পাকিস্তান দলেও আবির্ভাব হয় হারিস রউফ, নাসিম শাহদের মতো নতুন পেসারদের। সর্বশেষ গত নভেম্বরে পাকিস্তানের নতুন টিম ডিরেক্টর মোহাম্মদ হাফিজ জানান, দায়িত্ব নিয়েই আমিরের সঙ্গে তাঁর ফেরার বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু আমির হাফিজকে জানিয়েছেন, তাঁর জীবনের গুরুত্ব পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আর পাকিস্তান নিয়ে ভাবছেন না।

আমিরের ভাবনা কোন দিকে গড়াচ্ছে, সেটির আভাস গত বছরের মাঝামাঝিতেই পাওয়া গেছে। ২০১০ সালে লর্ডসে স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে আমির যখন কারাগারে, তখন আইনজীবী হিসেবে নারজিস খানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাঁর। পরে এই নারজিসকেই তিনি বিয়ে করেন, যিনি যুক্তরাজ্যেই থাকেন। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলার পর যুক্তরাজ্যে থিতু হয়ে যান আমির। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে দ্য টেলিগ্রাফ জানায়, যুক্তরাজ্যে টানা থাকার সুবাদে পরের বছরই স্থানীয় খেলোয়াড় হয়ে যাবেন আমির, আর স্থানীয় হিসেবেই পরবর্তী মৌসুমে ডার্বিশায়ারে যোগ দেবেন। আমির তখন ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার সম্ভাবনা নাকচ করে দিলেও এটি স্পষ্ট করেন যে ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে ২০২৪ সাল থেকে ভারতের আইপিএলে খেলার কথা ভাববেন। এরপর আট মাস পেরিয়ে গেলেও এ বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে পাকিস্তান জাতীয় দলের পারফরম্যান্স ও অধিনায়ক বাবর আজমকে নিয়ে আমির যে ভাষায় প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে গেছেন, তাতে পাকিস্তান দলে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা 'ভ্যানিশ'ই মনে করা হচ্ছিল। গত নভেম্বরেই যেমন কোনো রাখঢাক না করেই বলেছেন, পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে বাবরের জায়গা দেখেন না তিনি। বিশ্বকাপ ব্যর্থতার জন্যও দায় দেন বাবরকে। ছয় মাসও পার হয়নি, সেই বাবরের নেতৃত্বাধীন দলের হয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন আমির। এর মধ্যে খুব যে হইচই ফেলে দেওয়া বোলিং করেছেন, তা নয়। সর্বশেষ পিএসএলে উইকেটশিকারিদের তালিকায় আমিরের নাম ১৪ নম্বরে। কোয়েটা গ্লাডিয়েটরসের হয়ে ৯ ম্যাচে নিয়েছেন ১০ উইকেট, ওভারপ্রতি খরচ ৮.৪১ রান করে। তবু আমির আলোচনায় থেকেছেন ছোট ছোট ঝলকানির কারণে। প্রথম এলিমিনেটরে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের বিপক্ষে আমিরের প্রথম ওভারটি দেখে যেমন রীতিমতো মুগ্ধ ছিলেন ওয়াকার ও রমিজ। ধারাভাষ্যকক্ষে থাকা ওয়াকার তো শাহিন আফ্রিদিকে ওভারটি দেখে শিখতেও বলেছিলেন। নাম দুটো নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন–ওয়াকার ও রমিজ, যে দুজনের ওপর সবচেয়ে বেশি খ্যাপা ছিলেন আমির! আমিরকে এবার জাতীয় দলে ফেরানোও হয়েছে তাঁর ম্যাচে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া পারফরম্যান্সের সামর্থ্যের কারণে। দল ঘোষণার সময় আমিরের নাম নেওয়ার নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজের কথায়ও যেটা উঠে এসেছে। সংবাদ সম্মেলনে ওয়াহাবকে কথা বলতে হয়েছে আমিরের আরও একটি বিষয় নিয়ে। গত সপ্তাহেই আমিরের জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা আছে জেনে রমিজ রাজা বলেছিলেন, 'ওর মতো ফিক্সারকে আমি পাকিস্তান দলে চাই না। আমার ছেলে হলেও এ ধরনের অপরাধের ক্ষমা নেই।' সাবেক পিসিবি চেয়ারম্যান ও অধিনায়কের কথাকে 'রূঢ় ও নেতিবাচক' উল্লেখ করলেও সবারই কথা বলার স্বাধীনতা আছে বলে মন্তব্য করেছেন ওয়াহাব।

রিয়ালকে আবার উড়িয়ে দেওয়া সিটির জন্য প্রায় অসম্ভব, বললেন গার্দিওলা

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ আটের প্রথম লেগে আজ রাতে রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি। ইউরোপিয়ান ফুটবলের এই দুই পরাশক্তির দ্বৈরথ নিয়ে উত্তপ্ত ফুটবল-দুনিয়া। এ নিয়ে টানা তিন মৌসুমে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে মুখোমুখি হচ্ছে এ দুই দল।

এর আগে ২০২১-২২ মৌসুমের সেমিফাইনালে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৫ গোলে সিটিকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে রিয়াল। তবে ২০২২-২৩ মৌসুমে সেই হারের প্রতিশোধ নেয় সিটি। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ গোলে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করে ইতিহাদের ক্লাবটি। যেখানে দ্বিতীয় লেগে পেপ গার্দিওলার দল ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেয় কার্লো আনচেলত্তির রিয়ালকে। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে দুই দল মুখোমুখি হওয়ার আগে ফিরে আসছে সিটির ৪-০ গোলে জয়ের প্রসঙ্গ। সিটি কোচ

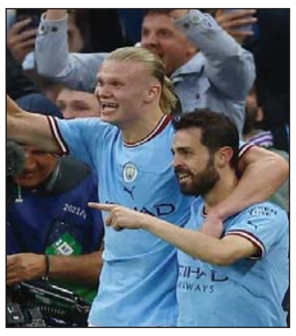

পেপ গার্দিওলা অবশ্য বলেছেন, রিয়ালের মতো শক্তিশালী দলকে টানা দুবার বড় ব্যবধানে হারানো 'প্রায় অসম্ভব'। এ ম্যাচে রিয়াল প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে থাকবেন বলেও মন্তব্য করেছেন গার্দিওলা। রিয়াল ম্যাচ সামনে রেখে গার্দিওলা বলেছেন, 'রিয়াল মাদ্রিদকে একইভাবে দুবার হারানো প্রায় অসম্ভব। তাদের একবার হারানোই অনেক কঠিন। তারা শিক্ষা নেবে এবং প্রতিশোধ নিতে চাইবে।' গত মৌসুমের ম্যাচের চেয়ে এ ম্যাচ কেন আলাদা, তা ব্যাখ্যা করে গার্দিওলা বলেছেন, 'আমাদের নতুন খেলোয়াড় আছে, তাদের নতুন খেলোয়াড় আছে। এটি একেবারে আলাদা একটি ম্যাচ। দ্বিতীয় লেগে আমরা নিজেদের মাঠে খেলব। আমরা নিজেদের শক্তিশালী অনুভব করছি। সেখানে আমরা দারুণভাবে আত্মবিশ্বাসী থাকব।'

সিটির বিপক্ষে গত মৌসুমে বড় ব্যবধানে হারা নিয়ে কথা বলেছেন রিয়াল কোচ আনচেলত্তিও। সিটির মাঠে বিধ্বস্ত হওয়া সেই ম্যাচ নিয়ে রিয়াল কোচ বলেন, 'সেই ম্যাচে আমাদের সাহস বলতে কিছু ছিল না, কোনো ব্যক্তিত্বই দেখাতে পারিনি। এই ধরনের ম্যাচে সাহস ও ব্যক্তিত্ব হচ্ছে মৌলিক বিষয়। দ্বিতীয় লেগে আমাদের সেটার ঘাটতি ছিল। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে নিজেদের সেরাটা দেওয়া। মানসিক দিকটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

আইপিএলের যে কীর্তি শুধুই জাদেজার

আপনজন ডেস্ক: রবীন্দ্র জাদেজার দুর্দান্ত সব ক্যাচ নেওয়া আর রান বাঁচানো দেখে ভারত জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ টি. দিলীপ কয়েক মাস আগে 'ফিল্ডার অব দ্য ম্যাচ'-এর পুরস্কার হিসেবে মেডেল চালুর আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অন্য অলরাউন্ডারের সঙ্গে জাদেজার সবচেয়ে বড় পার্থক্য বোধ হয় এখানেই। জাদেজা ব্যাটিং-বোলিংয়ের সঙ্গে ফিল্ডিংয়েও অসাধারণ। শুধু ফিল্ডিংয়ের জন্য হলেও তাঁর ওপর চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখা যায়। বছরের পর বছর ধরে ফিল্ডিংয়ে আস্থার প্রতীক হয়ে থাকা জাদেজা এবার অনন্য কীর্তিই গড়ে ফেললেন। আইপিএল ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে কমপক্ষে ১০০০ হাজার রান, ১০০ উইকেট ও ১০০ ক্যাচের নজির গড়েছেন

চেন্নাই সুপার কিংসের এই অলরাউন্ডার। গত রাতে ঘরের মাঠ এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে জাদেজার নৈপুণ্যেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে চেন্নাই।

আইপিএলে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেটের মাইলফলক অনেক আগেই ছুঁয়েছেন জাদেজা। কাল কলকাতার বিপক্ষে খেলতে নামার আগে তাঁর ক্যাচসংখ্যা ছিল ৯৮। ম্যাচের প্রথম বলেই ফিলিপ সল্ট আর শেষ ওভারে মোস্তাফিজুর রহমানের বলে শ্রেয়াস আইয়ারের ক্যাচ নিয়ে ১০০ ক্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করেন জাদেজা। আইপিএলে কমপক্ষে ১০০ ক্যাচ (উইকেটকিপার ব্যতীত) আছে আরও চারজনের–বিরাট কোহলি, সুরেশ রায়না, কাইরন পোলার্ড ও রোহিত শর্মার। এ ছাড়া কমপক্ষে ১০০০ রান আছে ৯২ জনের আর কমপক্ষে ১০০ উইকেট আছে ২৪ জনের। কিন্তু ১০০০ রান, ১০০ উইকেট আর ১০০ ক্যাচের কীর্তিটা জাদেজা ছাড়া আর কারও নেই। কাল অবশ্য ফিল্ডিংয়ের চেয়ে নিজের বোলিং-ভেলকিই বেশি দেখিয়েছেন জাদেজা। পাওয়ার প্লেতে ১ উইকেটে ৫৬ রান তুলে ফেলা কলকাতার ব্যাটিং-ধসের শুরুটা হয়েছে জাদেজার সৌজন্যেই।

ইন্টার মিলান শিরোপা থেকে আর দুই ম্যাচ দূরে

আপনজন ডেস্ক: বদলি খেলোয়াড় দাভিদে ফ্রাত্তেসির যোগ করা সময়ের গোলে উদিনেসেকে হারিয়ে সিরি 'আ' জয়ের আরও কাছে চলে গেছে ইন্টার মিলান। প্রথমে গোল খেয়েও ২-১ গোলে জয়ী ইন্টার আর মাত্র দুটি ম্যাচ জিতলেই ২০তম বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে সিরি 'আ'তে।

ইতালিয়ান মিডফিল্ডার ফ্রাত্তেসি ইন্টারকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে। ৪০ মিনিটে পিছিয়ে পড়া দলটি সমতা ফিরিয়েছিল ৫৫ মিনিটে হাকান চালহানোলুর পেনাল্টি গোলে। সর্বশেষ এই জয়ে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী এসি মিলানের চেয়ে ১৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে ইন্টার। ৩৮ ম্যাচের লিগে দুই দলেরই ম্যাচ বাকি সাতটি করে। ইন্টারের সামনে এখন সুযোগ ২৩ এপ্রিল নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী এসি মিলানকে হারিয়েই লিগ জয়ের উৎসবে মাতার। সেদিন সান সিরোতে ইন্টারকে আতিথেয়তা দেবে এসি মিলান।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে লিগ জয়ের উৎসব করতে হলে অবশ্য এর আগে ক্যালিয়ারিকে হারিয়ে কাজ এগিয়ে রাখতে হবে ইন্টারকে। লিগ জয় প্রায় নিশ্চিত হলেও ইন্টারের সর্বশেষ জয়ের নায়ক ফ্রাত্তেসি অবশ্য বললেন, এখনই নিজেদের চ্যাম্পিয়ন ভাবছেন না তাঁরা, 'আমরা একদমই ভাবছি না যে (লিগ) জিতে গেছি। আমাদের আরও ম্যাচ খেলতে হবে ও জিততে হবে। তবে আজকের জয়ে আমি খুবই খুশি। সব ম্যাচ তো আর আপনি ৪-০ গোলে জিততে পারবেন না।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**